ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১৮ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ৩২ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোনামুড়া নেতাজী চৌমুহনী এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে

বিরোধীদের এখন পায়ের তলায় মাটি নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এখন ওদের একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। সিপিএম কার্যালয়ে গিয়ে মিটিং করতে হয় দেশের বহু পুরনো রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের। অথচ একটা সময়ে ওদের হাতে তাদের শয়ে শয়ে কর্মী খুন হয়েছেন। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে দেওয়া হয়েছে, রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। আর সেই পার্টির সঙ্গেই শেষপর্যন্ত হাত মেলালেন! জনসাধারণকে আপনারা কি জবাব দেবেন?

আসন্ন উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে সোনামুড়ায় মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে গিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক বক্তব্য ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার সোনামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা করার আগে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত দুই প্রার্থীকে নিয়ে শহরে একটি বিশাল মিছিল করা হয়। ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন এবং ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিন্দু দেবনাথের সমর্থনে এদিন সোনামুড়ায় শাসক দলের তাবড় তাবড় নেতৃত্ব সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা সহ প্রদেশ নেতৃত্ব এই মেগা আসরে যোগদান করেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত দুই প্রার্থীকে নিয়ে এদিন পৃথক দুটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সোনামুড়ার নেতাজী চৌমুহনী এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশ স্থলে জড়ো হয়। সেখানে অন্যতম বক্তা হিসেবে দলের কার্যকর্তাদের সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে তিনি বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন। বিশেষ করে নির্বাচনী আঁতাত নিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেসকে ফের একবার নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিরোধীদের পায়ের তলায় জমি অবশিষ্ট নেই। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে এখন তারা একে অপরের হাত ধরে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন রাজ্যের মানুষ। কিভাবে এক দলের অফিস থেকে আরেক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন বের হয়। কিছুদিন আগেও সিপিএম অফিসে গিয়ে মিটিং করে এসেছেন বহু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ণাঢ্য মিছিল করে বিজেপি'র দুই প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ আগষ্ট।। রাজ্যের ২ টি বিধানসভা উপ নির্বাচনকে ঘিরে জমজমাট প্রচার অভিযান শুরু করেছে শাসক বিরোধী দলগুলো।আজ বেলা ১২:৩০ মিনিটের সময় ভারতীয় জনতা পার্ট মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ইলেকশন রিটার্নিং অফিসারের নিকট। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসারে আজ ছিল মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন। আর শেষ দিনের কথা, চিন্তা করেই শাসক দল,ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনী প্রচার অভিযান এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বর্ণাঢ্য রেলী, হুটখোলা গাড়ির উপর প্রার্থী, নিজে মন্ত্রীরা ঝরো প্রচার তুলেছেন। ২০, বক্স নগর তফাজ্জল হোসেন, ২৩, ধনপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী বিন্দু দেবনাথ তাদের দুজনেরমনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য, আজ বক্সনগর এবং ধনপুর সাজো সাজো রব। আনন্দ উল্লাসে তা কর্মীরা বর্ণাঢ্য ব্যান্ড পার্টির তালে তালে। মাধ্যমে। বক্সনগর এবং ধনপুর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা দলে দলে রেলির মাধ্যমে, সোনামুড়া শহরে মিছিলের মাধ্যমে প্রচন্ড রুদ্রকে উপেক্ষা করে, ব্লাড ড্রপ চৌমুহনীতে বিন্দু দেবনাথ এবং তোফাজ্জল হোসেনের সমর্থনে মনোনয়নপত্র দাখিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাতে রাজ্যের বরিষ্ঠ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী, ডাক্তার প্রফেসর মানিক সাহা মহোদয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া,পূর্ব ত্রিপুরা আসনের, এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরা, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, রাজ্যের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আরো অন্যান্য এম,এল, এ, জেলার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ আগষ্ট।। বিশালগড় থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ বিশালগড় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে এলাকার জনগণ। কোনো সাড়া শব্দ না পাওয়ায় তাকে জাগানর চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। তারা ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বোলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মহকুমা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৭২৮ মাথা চাড়া দিচ্ছে করোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা ৭২৮ জন। এর মধ্যে সিপাহীজলা জেলার ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত ৪৩৮ জন আক্রান্ত হয়েছে। পশ্চিম জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৭। স্বাস্থ্য দপ্তরে স্টেট সার্ভার লেন্স অফিসার ডক্টর অভিজিৎ ঘোষ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি ইউ বলেন মোহনপুরে সাত দিনে আক্রান্ত ৩৪ জন।

রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ আছে, তবে অনেকটাই কমেছে। জিবি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর ভর্তির সংখ্যা ও কমছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালে মেডিকেল সুপার ডক্টর শংকর চক্রবর্তী। আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান তিনি। তিনি বলেন, গতকাল বিকেল চারটা থেকে আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত জিবি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৮ জন। গতকাল ছিল ১৫ জন। তবে কোন রোগীই সংকটজনক নয়।

তিনি বলেন মোহনপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত ৩৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন। এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে জিবি হাসপাতালে সার্জারি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেন হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক প্রফেসর ডক্টর অনুপ সাহা। তিনি বলেন এবছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত ১১৬ জনকে ল্যাপরো সার্জারি করা হয়েছে বিনামূল্য। প্রত্যেক মাসের শেষের দিকে দুদিনের স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্প হয়। রোগীর চাপ কমানোর জন্য। জুলাই মাসে হয়েছে ওপেন সার্জারি ক্যাপ। আগামী ২৬ ও ২৭ আগস্ট হবে ল্যাপরোস্কপি সার্জারি ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ২৫ জনের মত রুগীর ল্যাপরোস্কপি সার্জারি করানো লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। তিনি আরো বলেন জিবি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। একইসঙ্গে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত হলেন সিপিএম নেতা হরিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। প্রয়াত হলেন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম নেতা তথা প্রাক্তন পুরনিগমের কাউন্সিলার হরিপদ চক্রবর্তী। তিনি সিপিআইএম রামনগর অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন সদস্যও ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বুধবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৃহস্পতিবার তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় মেলারমাঠস্থিত দলীয় কার্যালয়ে।

সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দলের নেতা কর্মীরা।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, মানিক দে, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা।

শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক রেলির মাধ্যমে তার মরদেহ বটতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় শেষকৃত্যের জন্য।

৩০ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। ফের উদ্ধার বিপুল পরিমান গাঁজা। পাচারকালে বহিঃরাজ্যের নম্বরের এক লরি থেকে ৩২০ প্যাকেটে মোট ৩০ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গোপন খবরের ভিত্তিতে বুধবার গভীররাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরার নেতৃত্বে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ পাচারকালে এই গাঁজাগুলিকে আটক করে। সঙ্গে গাড়ির চালককেও আটক করা হয়। আটককৃত পাচারকারীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে সচেতন মহলের অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই পাচারকালে ব্যাপক পরিমান গাঁজা সহ পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তবে এই নেশা পাচার বানিজ্যে রাশ টানতে পারছে না প্রশাসন। এধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারী থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

ঋষ্যমুখে চাকরি বন্টন নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় রতনপুর এ ডি সি ভিলেজের বৃন্দমাটিলা অঙ্গণওয়াড়ি কেন্দ্রের চাকুরী বণ্টন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদে এলাকার জনগন তালা দিলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। জানাগেছে, দীর্ঘ বছর ধরে দিদিমণি হিসাবে এই কেন্দ্রে কাজ করেছেন ওই এলাকার বাসিন্দা অরুনমালা ত্রিপুরা। গত আট মাস আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। অরুণ মালা ত্রিপুরার মৃত্যুর পর এলাকার শাসক দলীয় নেতৃত্বরা এবং বি এ সি'র চেয়ারম্যান আলোচনার মাধ্যমে রেজ্যুলেশন নিয়ে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করেন মৃত অরুণ মালা ত্রিপুরার পুত্র বধূ দিনু মালা ত্রিপুরাকে। আটমাস ধরে দিনুমালা ত্রিপুরা বৃন্দমা টিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে কাজ করে আসছে। এইদিকে দপ্তর থেকে এই কেন্দ্রে লোক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গত জুন মাসের ১৩ তারিখ এই কেন্দ্রের দিদিমণি পদে দিনু মালা ত্রিপুরা ইন্টারভিউ দেন। এই পদের জন্য একই গ্রামের আরেকজন যমুনা ত্রিপুরাও ইন্টারভিউ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গল থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ।ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ খোয়াই থানাধীন অফিসটিলা ও বারবিল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, এদিন বিকেলে খোয়াই অফিসটিলা বারবিল সড়কের পাশের জঙ্গলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথ অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতা তালা ঝুলালো ৪ অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। বেহাল রাস্তার মেরামতের দাবী নিয়ে প্রথমে পথ অবরোধ সৃষ্টি করার পর ঘটে ধুন্দুমার কান্ড। পথ অবরোধকারীরা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কান্ডজ্ঞানহীনতা এবং অমানবিকতার চিত্র দেখে ক্ষিপ্ত পথ অবরোধকারীরা বৃহস্পতিবার বেলা একটায় গন্ডাছড়া মহকুমার চার

চারটি সরকারী অফিসে তালা ঝুলায়। উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের মগপাড়ার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ওই রাস্তাটির মেরামতের জন্য প্রায় দেড় মাস পূর্বে একবার পথ অবরোধে বসেছিল মগপাড়া সহ তিনটি পাড়ার লোকজন। ওই সময় রাস্তাটি মেরামত করে দেওয়ার কথা বলে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো পথ অবরোধকারীদের। কিন্তু দিন আসে দিন যায়। মগপাড়ার রাস্তাটি আর মেরামত করেনি প্রশাসন। বর্তমান বর্ষায় রাস্তাটি আরো বেহাল হয়ে পড়ে। বর্তমানে ওই রাস্তাটি গরু ছাগল চলাফেরা করারও অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে বৃহস্পতিবার পুনরায় রাস্তাটির মেরামতের দাবী নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর চৌমুহনি বাজারে সকাল ছয়টা থেকে পথ অবরোধে বসে মগপাড়ার সম্মিলিত নারী পুরুষ। কিন্তু দুপুর বারটা পর্যন্ত কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তাই অবরোধস্থলে আসার প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে প্রশাসনিক কর্তাদের অমানবিকতার চিত্র দেখে ধীরে ধীরে অবরোধকারীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। বেলা একটায় তুমুল উত্তেজনায় উত্তেজিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির বাজারেও দেবী মনসার আরাধনা

রেশমী দেবনাথ

শুক্রবার ঘরে ঘরে পূজিত হবেন মা মনসা। একমাস ব্যাপী গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে পদ্মপুরাণ পড়ে মনসা মায়ের আরাধনা করা হয়। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে লক্ষ্য করা যায় ভিড়। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলার বাজারগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। প্রতি বছরের মতো এবারও সকাল

থেকে বাজারগুলিতে শুরু হয় পূজার বেচাকিনি।

অন্যদিকে সুসজ্জিতভাবে প্রচুর মনসা মূর্তি ছিল বাজারগুলিতে। এক ক্রেতা জানান প্রতিবছরই মনসা মায়ের আরাধনা করে থাকেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অন্যান্য বছরের তুলানায় এবছর প্রতিমার দাম অনেক বেশি। পাশাপাশি অন্যান্য আনুসাঙ্গিক পূজার জিনিসের দামও বাজারে অত্যাধিক। এদিকে এক মূর্তি বিক্রেতা জানান, প্রতিমা তৈরির জিনিসের মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ৩০৫ ◻ ১৮ আগস্ট ২০২৩ ইং◻ ৩২ শ্রাবণ ◻ শুক্রবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে হিমবাহ গলিতেছে

এ বছর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম। স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস পাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়া আছে ঠিক তেমনি কৃষি ক্ষেত্রেও এর মারাত্মক প্রভাবের আশঙ্কা রহিয়াছে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হইবার অন্যতম কারণ হইলো পরিবেশের প্রভাব। মাটির তলদেশ থেকে ক্রমাগত পানীয় জল কিংবা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জল তুলিতে তুলিতে পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ বদলাইয়া যাইতেছে। গবেষণায় এমনই দাবি করা হইয়াছে। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস' জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে।গবেষণাপত্রে জানানো হইয়াছে, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ১ গিগাটনের অর্থ ১০০ কোটি মেট্রিক টন বা ১ লক্ষ কোটি কেজি। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়ার জেরে পৃথিবীর অক্ষ প্রতি বছর পূর্বের দিকে ৪.৩৬ সেন্টিমিটার সরিয়া যাইতেছে।গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা। সোল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কি-ওন সিও, তাওন জিওন, জি-সুং কিম এবং কুকিওন ইয়ম, দক্ষিণ কোরিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয় কুংপং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জিওং ইয়ম। এ ছাড়া, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দংরিওল রু, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির জিয়ানলি চেন, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর ক্লার্ক আর উইলসন। বিজ্ঞানী দলটি জানাইয়াছে, পৃথিবীর অক্ষের যে পরিমাণ স্থানবদল ঘটিয়াছে, তাহা খুবই নগণ্য। ফলে মানব জীবনে এর প্রভাব এখনই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে এই বিপুল পরিমাণ জল তুলিয়া নেওয়া সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে কেন্দ্র হইয়া দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এক কাল্পনিক অক্ষরেখা। নিজের এই অক্ষের চারপাশে আবর্তন করিয়া চলিতেছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই জানেন, পৃথিবীর উপরিভাগ ও ভিতরে ভরের বণ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবেই মেরু ও অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই ঘটনাকে 'পোলার মোশন' বলা হয়। আরও বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে এর পিছনে। যেমন সমুদ্রের স্রোত, হারিকেন। কিন্তু একটি অন্যতম কারণ, মানুষের কার্যকলাপ। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে হিমবাহ গলিতেছে। তাহাতেও পৃথিবীর জলভাগের ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী কি-ওন সিও জানান, পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান সম্পর্কিত ১৭ বছরের তথ্য এক জায়গায় করিয়া তাঁহারা কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পৃথিবীর অক্ষের উপরে কোন বিষয়গুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে। সিও বলেন, "বায়ুমণ্ডলের চাপ, সমুদ্রের নিচে জলস্তরের চাপ, বাঁধের পার্শবর্তী কৃত্রিম জলাধার, মেরু বরফ, পর্বতের হিমবাহ, বাতাস ও ভূগর্ভস্থ জল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলের 'অঙ্ক' বাদ দিলেই অক্ষের পরিবর্তন নিয়া যাহা অনুমান ছিল, তাহার সঙ্গে আর পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য মিলছিল না। ভূগর্ভস্থ জল যোগ করিতেই অঙ্ক মিলিয়া গিয়াছে। মাটির নিচ থেকে যে জল তোলা হয়, তাহা শেষমেশ সমুদ্রে গিয়া মিশে। পৃথিবীর অক্ষের পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী ভূগর্ভস্থ জল সেচ ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি। বিষয়টি অনুধাবন করিয়া পরিবেশের ওপর অত্যাচার বন্ধ করিতে সচেতন নাগরিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

দায়ী ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়াররা, র‍্যাগিংয়েই মৃত্যু, দাবি আভ্যন্তরীণ কমিটির

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। ঘটনার দিন সিনিয়রদের র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিলেন পড়ুয়া, উপস্থিত ছিলেন বহিরাগতরা! র‍্যাগিংয়ের তত্ত্বকেই কার্যত সিলমোহর দিল যাদবপুরের আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি।

প্রথম বর্ষের ২৫ জন পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছে ওই দিন র‍্যাগিংই করা হয়েছিল ওই পড়ুয়াকে।অভিযোগ, 'ইন্টো' দেওয়ার নামে ঘটনার দিন প্রথমে বিবস্ত্র করা হয় নাবালককে। তারপর ওই অবস্থাতেই তাকে হস্টেলের তিনতলার রেলিংয়ে হাঁটতে বাধ্য করেন সিনিয়ররা।

আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছে, হস্টেল থেকে পড়ে যাওয়ার পর রাত্রিবেলা গেট বন্ধ করে চলে জিবি। চারবার জিবি মিটিং হয়। পুলিশ যাতে হস্টেলে প্রবেশ করতে না পারে সেই কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় গেটও। আর গেট বন্ধ করার নেতৃত্বে ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিনিয়ররা।

আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই দিন রাতের জিবি মিটিংয়ে র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা করেন অভিযুক্তরা। যদিও, অভিযুক্তদের দাবি ছিল পনেরোই অগাস্ট ফুটবল খেলা নিয়ে মিটিং হচ্ছিল ওই জিবিতে। তবে তদন্তকারীদের মনে খটকা লেগেছিল একজন পড়ুয়া তিন তলা থেকে পড়ে যাওয়ার পরেই, জিবি হল, তাও ফুটবল খেলা নিয়ে! পঁচিশজন প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছে, ঘটনার দিন হস্টেলে ঢুকেছিল প্রাক্তনীরা। মৃত্যুর ঘটনার পর ওই দিনই রাত্রিবেলা হস্টেল থেকে পালিয়ে যান তাঁরা। তদন্ত কমিটি মনে করছে ডিনকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই।

বৃহস্পতিবারই যাদবপুরে আসার কথা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিকেলে এবিভিপি-র অবস্থানে যোগ দেবেন বিরোধী দলনেতা। ১৮ অগস্ট বগুলায় মৃত পড়ুয়ার বাড়ি যাবেন তিনি। সঙ্গে যাবেন দশ-পনেরো জন বিজেপি বিধায়ক। শুধু তাই নয়, ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে বিধানসভা উত্তাল করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি ইউজিসি-কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসার জন্য চিঠি লিখবেন বলেও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার প্রচারমাধ্যমে বলেন,"আমি ব্রাত্য বসুকে বলছি ভাল করে পড়াশোনা করে আসুন। অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট (পড়ুয়া মৃত্যুর পর কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তার রিপোর্ট) আপনাকে দিতে হবে। নয়ত হাউস চালাতে দেব না।" ইউজিসি-র আসা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজেপি নেতা জানান, হয়ত এ রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে সুরক্ষা-নিরাপত্তার ভয় থাকতে পারে তাঁদের। তিনি বলেন, "যেহেতু আমি বিরোধী দলনেতা তাই আমার অধিকার আছে ইউজিসিকে জানানো। চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি লিখব যাতে দ্রুত এ রাজ্যে দল পাঠানো হয়।"

জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

হাসান মোল্লা

দেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাসস্থান হারাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে আগামী ২৭ বছরে ২৩ হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়। অভিযোজন পরিকল্পনা বা ন্যাশনাল অ্যাডপটেশন প্ল্যান (এনএপি) নামের এই পরিকল্পনা চলতি বছর থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত চলবে। বেসরকারি জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেসকে (সিইজিআইএস) এই পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর চার লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে স্থায়ীভাবে শহরে চলে আসছে। এ সংখ্যা প্রতিদিন দুই হাজারের মতো। তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জলবায়ু উদ্বাস্তু। সংস্থাটির হিসাবে ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাসস্থান হারাবে।

দেশে জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান', বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বিশ্ব জলবায়ু তহবিল ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাড়তি অর্থায়ন প্রয়োজন। এই অর্থ বৈশিক্ষ উষ্ণায়নের জন্য দায়ী ধনী দেশগুলোকে দিতে হবে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা রেসপন্সিবল নই। রেসপন্সিবল হলো উন্নত দেশগুলো। কারণ শতকরা ৭০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে কয়েকটি উন্নত দেশ। আমরা বলেছি, আমাদের অর্থনীতির শতকরা দুই ভাগ গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে নষ্ট হচ্ছে। তারা যেন আমাদের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদান করে।

জলবায়ু সম্মেলন থেকে গঠিত 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল সক্রিয় হবে বলে আশা করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা কয়েকটি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি, একটা হলো 'মুজিব প্রোসপারিটি প্লান'; এটা আমাদের একুশ থেকে একচল্লিশ বছরের। আরেকটি হলো 'ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম', যেটা সাতাশ বছরের; ২০২৩-৫০ সাল পর্যন্ত। এবার আমাদের খরচ ধরা হয়েছে দুইশ ত্রিশ বিলিয়ন ডলার। আমরা এই টাকাটা চাই। আমরা রিজিওনাল অ্যাডাপটেশন সেন্টার করেছি। আমরা অনেক সুন্দর অ্যাডাপটেশন ম্যাকানিজম তৈরি করেছি; কিন্তু আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, তাই এই টাকাটা আমরা চাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, কেবল গত বছরই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৭১ লাখের বেশি বাংলাদেশি। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা এক কোটি ৩৩ লাখে পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া আগামী

৩০ বছরে বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৭ গুণ বেড়ে যাবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'অ্যাকশন এইড' এবং 'ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া'। প্রতিষ্ঠান দুটি এক যৌথ জরিপ শেষে জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ ও ভয়াবহ প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ৬ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে বাস্তুভিটা ছেড়ে দিতে হবে।

সিইজিআইএর হিসাব বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিবছর বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় ১ দশমিক ৩ শতাংশ হারে ক্ষতি হচ্ছে। গত বছর দেশের জিডিপির আকার ছিল ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার বা ৪৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। সেই হিসাবে প্রতিবছর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৫ কোটি ডলার। কার্যকর পদক্ষেপ না নিতে পারলে বছরে ক্ষতির এই পরিমাণ ২০৩০ সাল নাগাদ জিডিপির ২ শতাংশ এবং ২০৫০ সালে জিডিপির ৯ শতাংশে পৌঁছতে পারে। তেমন ঘটলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে বছরে ৮৫০ কোটি ডলার ব্যয় করতে হবে। আর ২০২৩-৫০ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে ২৩০ বিলিয়ন বা ২৩ হাজার কোটি ডলার প্রয়োজন পড়বে। বড় আকারে ছয়টি জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু এজেন্ডার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিপদার্থ ও বিজ্ঞানী পল ডিরাক

পুরুষোত্তম চক্রবর্তী

আদ্রিয়েন মরিস পল ডিরাককে বলা চলে সর্বকালের সেরা তাত্ত্বিক-পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হয় পল ডিরাক। তাঁর উদ্ভাবিত 'রিলেটিভিস্টিক ওয়েভ ইকুয়েশন' বা 'আপেক্ষিক তরঙ্গ সমীকরণ'কে সংক্ষেপে 'ডিরাক সমীকরণ' নামে পরিচিত। এটি পদার্থবিজ্ঞানের আপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যাজাত একটি তরঙ্গ-সমীকরণ। এই ডিরাক সমীকরণ শুধু ফার্মিয়নদের (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি বস্তুকণা) গতিপ্রকৃতি বা আচরণই ব্যাখ্যা করে না, এর হাত ধরেই সর্বপ্রথম প্রতিপদার্থের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় এর আধুনিক তত্ত্ব।

ডিরাক বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর প্রণীত তরঙ্গ সমীকরণ ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, তা প্রতিইলেকট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে জোরদার করে। এই কাজের জন্য তিনি মাত্র ৩১ বছর বয়সে, ১৯৩৩ সালে আরউইন শ্রোডিঙ্গারের সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

ডিরাকের প্রতিইলেকট্রন কণার অনুমান বাস্তবায়িত হয় ১৯৩২ সালে। কার্ল ডি অ্যান্ডারসন তাঁর ক্লাউড চেম্বার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শনাক্ত করেন এক নতুন কণা। (ক্লাউড চেম্বার মানে, কাচের তৈরি বাষ্পে ভর্তি বিশেষ কক্ষ। মূলত আয়নিত বিকিরণের মধ্যে কী ধরনের কণা আছে, তা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত বিশেষ কণা শনাক্তকারক বা পার্টিকেল ডিটেকটর।) যাহোক, এই নতুন কণার বৈদ্যুতিক আধান ছিল ধনাত্মক। আর এর পরিমাণ হুবহু ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধানের সমান। এই কণার ঘূর্ণন বা স্পিন ১/২ এবং ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে এই নতুন কণাটির একমাত্র বিপরীত বৈদ্যুতিক আধান ছাড়া আর সব ইলেকট্রনের ধর্ম বা আচরণের মতো। এই মৌলিক কণাটি পজিট্রন নামে নামাঙ্কিত হয়, যা মূলত প্রতিইলেকট্রন।

একটি কম শক্তির পজিট্রনের সঙ্গে একটি কম শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সংঘর্ষের ফলে কণাদুটির সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। এ সময় এদের সম্মিলিত ভরের সমপরিমাণ শক্তি গামারশ্মির ফোটন কণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফোটন হলো আলোর ক্ষুদ্রতম একক, একটি ভরহীন কণা। আলোর শক্তি এই কণাগুচ্ছের মধ্যে নিহীত। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো তড়িৎচুম্বকীয় বলের ক্যারিয়ার বা বাহক এই ফোটন। শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের সমান বেগে ধাবিত হয় এটি। আমরা জানি, এই বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা অনেক প্রচেষ্টার পর অ্যান্টিহিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল প্রতিকণা। কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম, যেমন আধান বা চার্জ, ঘূর্ণন বা স্পিন কিংবা অন্যান্য কোয়ান্টাম প্যারামিটার ইত্যাদি ছাড়া কণা ও তার প্রতিকণার সব ধর্ম একই হয়। তাই কণা ও তার প্রতিকণার ভর এবং আয়ুস্কাল বা স্থায়িত্বও এক হতে হবে।

নিচের ছবিতে ডিরাকের 'ক্লাউড-চেম্বার এক্সপেরিমেন্ট'-এর মাধ্যমে একটি পজিট্রনের পথরেখা দেখা যাচ্ছে, যে পথরেখার বক্রতা স্বভাবতই ইলেকট্রনের পথরেখার বক্রতার ঠিক বিপরীত। স্কটল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী চার্লস থম্পসন উইলসন এ ক্লাউডচেম্বার উদ্ভাবন করেন। আগে যেমন বলেছি, এটি মূলত একটি কাচের আবদ্ধ কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ । অতিপৃক্ত বা সুপার স্যাচুরেটেড জলীয়বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। শক্তিশালী আলফা কণা দিয়ে এ কক্ষের ভেতরের বাস্পকণার অণু-পরমাণুদের আয়নীভূত করা হয়। এসব গতিশীল আয়নের নিজেদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হতে পারে নতুন কোনো বিচ্ছুরিত মৌল-কণা বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, যার গতিপথের রেখা দৃশ্যমান হবে কাচের প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকে।

এবারে ডিরাকের কথা বলি। ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পল ডিরাকের জন্ম ১৯০২ সালের ৮ আগষ্ট। কোয়ান্টাম মেকানিকস ও কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনেমিকসের সূচনা ও উন্নয়নে মৌলিক অবদানের জন্য তিনি বিশ্ববরেণ্য। পদার্থবিজ্ঞানে ডিরাকের গাণিতিক সমীকরণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি আসলে সাধারণ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মেলবন্ধন। এই সমীকরণ থেকেই অ্যান্টিম্যাটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। আর এ কাজের জন্য ডিরাককে বলা হয় 'ফাদার অব ফান্ডামেন্টাল ফিজিকস'।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লুকাসিয়ান চেয়ার-প্রফেসর অব ম্যাথমেটিকস' হিসেবে নিযুক্ত হন। এই দুর্লভ সম্মান ডিরাকের আগে পেয়েছিলেন একমাত্র স্যার আইজাক নিউটন। পল ডিরাক ১৯২৩ সালে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণির কলাবিদ্যায় স্নাতক লাভ করেন। জীবনের শেষ ১৪ বছর অধ্যাপনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস তাঁর স্মরণে প্রবর্তন করে 'ডিরাক পদক'। ১৯২৬ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার রালফ হাওয়ার্ড ফাউলারের অধীনে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পিএইচডি ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, যার নামে নামাঙ্কিত ভারতবর্ষের মুম্বাইতে অবস্থিত 'ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র'। অ্যাটমিক রিয়েকটর নির্মাণ ও পারমাণবিক শক্তি গবেষণায় এ প্রতিষ্ঠানের স্থান বিশ্বে অগ্রগন্য।

ডিরাকের সায়েন্টিফিক ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ সীমা আসে নভেম্বর ১৯৩৩-এ। তিনি জানতে পারলেন, সে বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। নোবেল প্রাপ্তির খবরে যেকোনো প্রাপকই যে যারপরনাই উচ্ছসিত ও আনন্দিত হবেন, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু ডিরাকের ক্ষেত্রে এরকমটি হলো না। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। ডিরাক ঠিক করলেন, এই পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ, নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রচারের বিপুল আলো তাঁর গায়ে আছড়ে পড়বে, তা আগে থেকে অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তিনি। বুঝতে পারেন, সেই ঝক্কি তিনি সামলাতে পারবেন না।

ব্রিটিশ পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাককে বোঝালেন, 'এটা তোমার করা ঠিক হবে না; কারণ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে আরও বহুগুণ বেশি প্রচারের ধাক্কা সামলাতে হবে তোমাকে।' এ কথা শুনে ডিরাক অনিচ্ছাভরে একরকম বাধ্য হয়েই নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে সময় লন্ডন নিউজ পেপার 'সানডে ডিসপ্যাচ'-এ ডিরাক সম্পর্কে লেখা হয়, 'একত্রিশ বছর বয়সী এই কেমব্রিজ প্রফেসর গজলা হরিণের মতন লাজুক এবং ভিক্টোরিয়ান পরিচারিকার মতন বিনয়ী ও নম্র।'

একদিকে যেমন অসম্ভব কম কথা বলতেন, অন্যদিকে ছিলেন প্রচন্ড ইন্টোভার্ট, লাজুক এবং খানিকটা ভীতু প্রকৃতির। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, একদম রাস্তার ধার ঘেঁষে বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটতেন। যাতে কারো সঙ্গে কথা বলতে না হয়। এতই কম কথা বলতেন যে তাঁর কেমব্রিজের সহযোগী বন্ধুরা পরিহাস করে 'ডিরাক' নামের একটি একক চালু করেছিলেন। ১ ডিরাক মানে, এক ঘন্টায় একটি শব্দ বলা।

ডিরাকের জীবনীকাররা ডিরাকের বেড়ে ওঠা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ডিরাকের বেশ কয়েকজন আত্মীয়পরিজন গভীর ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন। একুশ বছরে তাঁদের পরিবারের ছজন আত্মহনন করেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিরাকের অগ্রজ ভ্রাতাও। ডিরাকের মা ছিলেন ব্রিটিশ আর বাবা ফ্রেঞ্চভাষী সুইশ। বন্ধুরা ডিরাককে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক মনে করতেন। তাঁর চরিত্রে পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও মানসিক উন্মাদনার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হতো।

অগ্রজভ্রাতা ছাড়াও ডিরাকের অনুজ এক বোন ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যদের মতন ডিরাকের ছেলেবেলাও সুখের ছিল না। যার একমাত্র কারণ ডিরাকের বাবা, যিনি ছিলেন অসম্ভব একগুঁয়ে, জেদী ও রাগী। বাড়িতে সবার কাছে তিনি ছিলেন এক আতঙ্কের প্রতিমূর্তি। তিনি যা মনে করতেন, সেটিই ছিল পরিবারের শেষ কথা। তিনি স্কুলে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন। সেখানেও মেনে চলতে হতো কঠোর অনুশাসন, যা অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। পরবর্তী সময়ে ডিরাক ছোটবেলায় বাবার কর্তৃত্ব ও নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন একাধিক সময়। ডিরাকের মা, ভাই ও বোনকে রান্নাঘরে ডিনার করতে হতো। টেবিলে খেতে বসতেন শুধু ডিরাক ও তাঁর বাবা। ডিরাককে খেতে বাধ্য করতেন বাবা। সে সময় ডিরাককে নির্ভুল ভাবে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে হতো। উচ্চারণ বা ব্যাকরণের সামান্য ভুল হলেই পীড়নের মাত্রা বাড়ত। অসুস্থতা বোধ করছেন বলে ডিরাক ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে যেতে চাইলেও যেতে দিতেন না বাবা। এসব নানা কারণে ডিরাকের হজমশক্তির দারুণ সমস্যা তৈরি হয়। এ ছাড়াও ভাষার ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতা চলে যায় ডিরাকের। ফ্রেঞ্চ তো বলতেনই না। এই যন্ত্রণা আজীবন ডিরাকের সঙ্গী হয়ে রইল।

ছোটবেলা থেকেই ডিরাক অসম্ভব অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন। প্রচারের আলো এড়িয়ে চলতেন সবসময়। যখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করত, তখন সেই উত্তরটুকু ছাড়া খুব একটা কথা বলতেন না। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন তিনি। এভাবেই সামাজিক মেলামেশায় অক্ষম ও কোনো বিষয়ে কিছু বলায় অপারদর্শী হয়ে ওঠেন ডিরাক। ছোটবেলা থেকেই গাণিতিক সমাধানের অসাধারণ পারঙ্গমতা ছিল। তবে সাহিত্য বা শিল্প নিয়ে ডিরাকের কোনো আগ্রহ ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্রে একদিকে যেমন শব্দব্যবহার ও বাক্যগঠনের নৈপুণ্য দেখা গিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যগুণ ও গাণিতিক উপস্থাপনার মেলবন্ধন ঘটেছে, যা তাঁর রচনাগুলির এক একটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে চূড়ান্ত মাস্টারপিস হিসেবে।

অনেকে মনে করেন, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানকে উচ্চতার তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পল ডিরাকের অবদান আইনস্টাইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ আইনস্টাইন, নীলস বোর, ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার ও রিচার্ড ফাইনম্যানের নাম যত মানুষ জানেন, সে তুলনায় ডিরাকের নাম জানেন অনেক কম মানুষ। ড্যানিশ পদার্থবিদ নীলসবোর তাঁকে 'দ্য স্ট্রেঞ্জেস্ট ম্যান' বলতেন। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত জগতের এই অসাধারণ প্রতিভার নাম আজও অনেকের কাছে অজানাই থেকে গিয়েছে।

এক অজানা কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের

মৃত্যু সম্পর্কে যখন নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি জানতে চাই জীবনের পরপারে কী আছে? তখন তিনি বলেছিলেন, "নচিকেতা, তুমি আমার কাছে যা কিছু জানতে চাও, আমি সব তোমাকে বলব। কিন্তু সেই অদৃশ্যলোকে, মানুষ যেখানে গমন করে - সেই লোকের কথা তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না।

তোমাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে দিচ্ছি, যত ভোগের উপকরণ আছে, সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। অজস্র অশ্ব দিচ্ছি, সুন্দরী রমণী দিচ্ছি, প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, রাজসিংহাসন দিচ্ছি - কিন্তু তুমি আমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবনের ওপারে মৃত্যুর সেই অন্ধকার-লোকে কী আছে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কোরো না।"

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে - আমরা যে আত্মার বিশ্বাস করি, সেই আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। একথা মুখে বলা খুবই সহজ, অভ্যাস করা খুব কঠিন। সেজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, তোমরা মৃত্যু-সচেতন হও। কেন মৃত্যু-সচেতন হতে বলছেন তিনি? এইজন্যই বলেছেন যে মানুষ বড় জীবনকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, পথের পাশে পড়ে থাকা কোনও ভিখারী হোক - সে কিন্তু চায় বাঁচতে। কিন্তু বাঁচা শব্দটার অর্থ আমরা কেউই জানি না। বাঁচা মানে আমরা যেটুকু ব্যাখ্যা করি বা বুঝি, সেটুকু হচ্ছে একটা অভ্যাসের চাকায় আবর্তিত হওয়া। রোজ সকাল আসবে, রাত্রি আসবে - আবার সকাল আসবে, আবার রাত্রি আসবে - এবং আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব। মৃত্যুর দিকে মানে কী? অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া - অর্থাৎ আমি যে আমিটাকে আঁকড়ে ধরে আছি; এই আমির পরিচয় - আমি যে নাম বলি, আমার যে ঠিকানা বা জীবিকা বা পেশা ইত্যাদি যেমন বস্তু দিয়ে এই আমিটি গঠিত হয়েছে।

সেই আমিটি আমি হারিয়ে ফেলব একদিন। এবং সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আমার ছিল - এই ছিল, সেই ছিল, বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল। এই আমার, আমার - এই বস্তুগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে আমাদের বড় বেদনা হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন এটি হচ্ছে বাপু তোমার কাঁচা আমি - যে আমি বলে যে এই পৃথিবীতে আমার যে সমস্ত বস্তু চিহ্নিত হয়ে আছে, সেগুলি আমার এবং এতে কারোর অধিকার নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এটা তোমার কাঁচা আমি।

তার কারণ, এর কোনোটিই তোমার নয়। তুমি যে মুহূর্তে চোখ বুজবে - কোথায় তোমার বাড়ি, কোথায় তোমার গাড়ি, কোথায় তোমার ঘর? কোথায় তোমার স্ত্রী - পুত্র - পরিবার? কিছুই নেই। যদি জীবনের প্রথম স্তরেই আমরা এই ধারণাটি করে নিতে পারি যে এই পৃথিবীতে যা কিছু আমি আমার বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি, সেগুলোর কোনোটিই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না; অতএব, এগুলোর সবই হচ্ছে অনিত্য বস্তু।

অনিত্য বস্তু মানে কী? আমার অনস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সেই বস্তুগুলোকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অনিত্য বস্তু। আর কোন বস্তুটি নিত্য? যে বস্তুটি আমি চলে যাবার পর থাকবে, যে বস্তুটিতে গিয়ে আমি হাজির হব; সেই বস্তুটি নিত্য। তিনি কে? সেই নিত্যবস্তুটি বলছেন, তিনি ঈশ্বর। কেন ঈশ্বর? কেমন ঈশ্বর? বললেন, তাঁকে তুমি রূপে কল্পনা করো। তাঁর অনেক রূপ আছে। তুমি যদি জ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরতে চাও, তাহলে তিনি জ্ঞানী। তিনি কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। এবং এই ঈশ্বরকে তুমি যে আখ্যায়ই ভূষিত করো না কেন, তিনি ঠিক সেই রূপেই তোমার সামনে হাজির হবেন। তোমার বিশ্বাসে ঠিক সেই ভাবেই ধরা দেবেন।

এবং তুমি যদি নাস্তিকও হও, সেই নাস্তিককেও তিনি বলছেন ঘোরতর আস্তিক। তার কারণ, তিনি একটা জিনিসকে ফেলে দিতে চাইছেন - সেটা হচ্ছে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অতএব আমার সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুমরাদের কাছে আয়ারল্যান্ড সফর পরীক্ষার

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ। হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এই সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন যশপ্রীত বুমরা। দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন ভারতের নির্ভরযোগ্য এই ডানহাতি পেসার। দলে ফিরেই পেয়েছেন বড় দায়িত্ব, অধিনায়কের দায়িত্ব।এই সিরিজে দলকে শুধু জেতানোই নয়, নিজের কর্ম ফিরে পেতে হবে এই সিরিজে। কারণ আগামী অক্টোবরে দেশের মাটিতে বসছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। সুতরাং এই সফর বুমরার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই এই সিরিজে বুমরার পারফরমেন্সের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যদিও নেটে তারকা পেসারকে দেখে বেশ ছন্দেই মনে হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের তরফে একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করা হয়েছে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চেনা ছন্দেই বল করছেন বুমরা।

একেবারেই তরুণ এক ভারতীয় দলকে খেলতে দেখা যাবে এবার আইরিশদের বিরুদ্ধে।

সামনেই এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ। তাই খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে এবং তাঁদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় সারির এই ভারতীয় দলকে এই সিরিজের জন্য বেছে নিয়েছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। বুমরার নেতৃত্বে যে দলটা এবার আয়ারল্যান্ড সফরে গেছে এই দলটা থেকে এবার হয়তো বিশ্বকাপে কেউ সুযোগ পাবে না। কিন্তু এশিয়া কাপে কেউ সুযোগ পেলেও পেতে পারে। যে দুজনের উপর ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নজর রয়েছে তারা হলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও রিঙ্কু সিং।

ফাস্ট বোলার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ দীর্ঘ সময় পর চোট সারিয়ে জাতীয় দলে ফিরেছেন। তাঁর দিকেও নজর থাকবে টিম ম্যানেজমেন্টর। আর এবারের আইপিএলে অসামান্য পারফরমেন্স দেখিয়ে সকলের মন জয় করা রিঙ্কু সিংও থাকছেন ম্যানেজমেন্টের নজরে। তাঁর সামনে আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটানোর জন্য থাকবে একটা বড় সুযোগ।

উত্তর কলকাতায় বাড়ি ভেঙে মহিলার মৃত্যু, এক নাবালক-সহ আহত দু’’জন

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): উত্তর কলকাতায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো বাড়ি। উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ে বুধবার রাতে। ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত এক নাবালক-সহ আরও দু’জন। আহতদের চিকিৎসা চলছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ পাথুরিয়াঘাটায় প্রায় ১০০ বছর পুরনো একটি পাঁচ তলা বাড়ির তিন তলার একটি অংশ ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দে বাড়ির বাসিন্দারা ভয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসেন।

তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েন এক দম্পতি এবং এক নাবালক। দমকলের সাহায্যে বৃহস্পতিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। বাকি দু’জনের চিকিৎসা চলছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ওই মহিলার স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দাসত্বের মানসিকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে, তবেই উন্নত দেশ হতে পারে ভারত : নির্মলা সীতারমন

পুরী, ১৭ আগস্ট (হি.স.): দাসত্বের মানসিকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে আমাদের, তবেই ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশ হতে পারে ভারত। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার পুরীতে ”মেরি মাটি, মেরা দেশ” কর্মসূচির অধীনে ”পঞ্চ প্রণ অঙ্গীকার”-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, ’ব্রিটিশরা আমাদের মধ্যে যে দাসত্বের মানসিকতা তৈরি করেছিল, তার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। তবেই, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি উন্নত দেশ হবে।’

”মেরি মাটি, মেরা দেশ” কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

সেখানে তিনি বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি উন্নয়ন কৌশল-পঞ্চ প্রণ তৈরি করেছিলেন। নিজের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী ঔপনিবেশিক মানসিকতার যে কোনও চিহ্ন দূর করার ওপর জোর দেন।’ সীতারমন যোগ করেছেন, ’দাসত্বের মানসিকতা থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। তবেই, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।’ উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এদিন ওড়িশার পুরীতে ”মেরি মাটি, মেরা দেশ” কর্মসূচির অধীনে অমৃত কলশ যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন নির্মলা ও ধর্মেন্দ্র, ঘুরে দেখলেন সমুদ্র সৈকত

পুরী, ১৭ আগস্ট (হি.স.): পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সকালে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রও। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর পুরীর সমুদ্র সৈকত (ব্লু ফ্ল্যাগ সৈকত) ঘুরে দেখেন তাঁরা। সেখানে প্রখ্যাত বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক দ্বারা ”মেরি মাটি মেরা দেশ” থিমের উপর তৈরি বালি শিল্প পরিদর্শন করেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার অনেক সকালেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্র প্রমুখ। ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার কাছে প্রার্থনা করেন তাঁরা। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর পৌঁছে যান পুরীর সমুদ্র সৈকতে। সেখানে বেশ কিছুটা সময় কাটান তাঁরা।

পরম্পরাগত ওষুধের উপর গ্লোবাল সামিট বিশ্বের জন্য অনন্য সুযোগ প্রদান করবে : মনসুখ মান্ডভিয়া

গান্ধীনগর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): পরম্পরাগত ওষুধের উপর গ্লোবাল সামিট বিশ্বের জন্য অনন্য সুযোগ প্রদান করবে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে চিরাচরিত মেডিসিন গ্লোবাল সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ’পরম্পরাগত ওষুধের উপর গ্লোবাল সামিট বিশ্বের জন্য অনন্য সুযোগ প্রদান করবে, সংলাপে নিযুক্ত হবে, ধারণা বিনিময় করবে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করবে, চিরাচরিত ও পরিপূরক ওষুধের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং চিরাচরিত নিরাময় অনুশীলনের সম্ভাবনার প্রচার ও সুবিধার দিকে একসাথে কাজ করবে।’

গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে এই প্রথমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন গ্লোবাল সামিট শুরু হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া আরও বলেছেন, ’চিরাচরিত ও পরিপূরক ওষুধ বহু শতাব্দী ধরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।’ এই সম্মেলন ফলপ্রসূ হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন মান্ডভিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান (ডিজি) টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস, কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল প্রমুখ।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি, তীব্রতা ৩.৬

শ্রীনগর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। বৃহস্পতিবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৩.৪৯ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.৩৩ অক্ষাংশ ও ৭৪.২০ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায়। রাজৌরি থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, কার্গিল থেকে ২২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ৩.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

যোগ-সহ আয়ুর্বেদের মাধ্যমে চিরাচরিত ওষুধের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে ভারতের : হু প্রধান

গান্ধীনগর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): যোগ-সহ আয়ুর্বেদের মাধ্যমে চিরাচরিত ওষুধের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে ভারতের। বললেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান (ডিজি) টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস। বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে চিরাচরিত মেডিসিন গ্লোবাল সামিটের উদ্বোধনে হু প্রধান বলেছেন, ’যোগ-সহ আয়ুর্বেদের মাধ্যমে চিরাচরিত ওষুধের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে ভারতের, যা ব্যথা উপশমে কার্যকর বলে দেখানো হয়েছে।’ হু প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস আরও বলেছেন, ’চিরাচরিত ঔষধের একটি মহান শক্তি হল, মানুষের স্বাস্থ্য এবং আমাদের পরিবেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝা।’

গুজরাটের গান্ধীনগরে বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে জি-২০ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সম্মেলন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র পরম্পরাগত ওষুধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনও শুরু হয়েছে এদিন থেকেই।

উত্তর দিনাজপুর নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের চাপ বাড়ছে

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের পর জুলাই মাসে বিধানসভার যে বাদল অধিবেশন বসেছিল, সেখানে যোগ দেননি ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক। প্রশ্ন উঠেছে, নেতৃত্বের সঙ্গে কি দূরত্ব বাড়াচ্ছেন আব্দুল করিম চৌধুরী? এমনই প্রশ্ন ঘুরছে শাসকদলের অন্দরে।

অধিবেশনের প্রথমার্ধে তাঁর অনুপস্থিতি নজরে পড়েছিল তৃণমূল পরিষদীয় দলের। করিমের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের খবর, আগামী ২২ অগস্ট থেকে বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধেও তাঁর যোগদানের সম্ভাবনা ক্ষীণ। পঞ্চায়েত ভোটের দলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতেই নাকি করিম এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

করিম শিবিরের অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ‘একতরফা’ ভাবে পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী চয়ন করেছিলেন। দলের তথা বিধানসভার প্রবীণতম সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মতামতকে ‘গুরুত্ব’ দেওয়া হয়নি। করিম শিবিরের বক্তব্য, তাঁর বিধানসভা এলাকাতেও তাঁর মতামত উপেক্ষা করেই প্রার্থী দিয়েছিলেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব।

এর ফলস্বরূপ ‘বাধ্য’ হয়ে তিনি নিজের অনুগামীদের ইসলামপুরে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

যা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশকিছু নির্দল প্রার্থীকে জেতাতে পেরেছেন ইসলামপুরের প্রবীণ বিধায়ক।

বাবার বিধানসভার অধিবেশন এড়িয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে করিমের পুত্র মেহতাব চৌধুরী বৃহস্পতিবার বলেন, “পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে বাবার মতো নেতার মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো প্রার্থী দিয়েছিলেন জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা, তা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই নিজের ক্ষোভের কথা বোঝাতেই তিনি বাদল অধিবেশনে যোগদান করেননি।” পাশাপাশি মেহতাব আরও বলেন, “আগামী ২২ অগস্ট থেকে বিধানসভার বাদল অধিবেশন আবার শুরু হচ্ছে। সেই অধিবেশনে বাবা যোগ দেবেন কিনা তা-ও বলতে পারব না। কারণ, তাঁর মানসিক যন্ত্রণা কমেছে বলে আমার মনে হয় না।”

জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে উল্টে গেল মিনিবাস, কমপক্ষে ১৩ জন পুণ্যার্থী আহত

উধমপুর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় মিনিবাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৩ জন পুণ্যার্থী। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের পাশে মোদী গ্রাউন্ডের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, যাত্রীবোঝাই মিনিবাসটি উল্টে যাওয়ায় ১৩ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। পুণ্যার্থীদের দলটি জম্মুর মাচিল মাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত যাত্রীদের জরুরি চিকিৎসার জন্য উধমপুরের সরকারি মেডিকেল কলেজের (জিএমসি) অ্যাসোসিয়েটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উধমপুরের পুলিশ সুপার (এসএসপি) দুর্ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আহতরা হলেন-সুরিন্দর কুমার, পোলি দেবী, সুনিতা দেবী, পূজা দেবী, নিশা দেবী, রোহিত কুমার, গোদাবরী দেবী, ঘারো দেবী, নীলু দেবী, ভারতী দেবী, আর্শিতি দেবী, শশী দেবী ও রুই দাস।

পাথরে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল পুলকার, ঠাকুরপুকুরের দুর্ঘটনায় আহত পড়ুয়ারা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার ঠাকুরপুকুর এলাকায় পুলকার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে কয়েকটি পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ঠাকুরপুকুরের কাছে জেমস লং সরণিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় পুলকারটি। গাড়িতে থাকা পড়ুয়ারা আহত হয়, স্থানীয়রাই তাঁদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে অভিভাবকরা এসে পড়ুয়াদের নিয়ে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেমস লং সরণীর একাংশে রাস্তায় ডিভাইডার লাগানোর কাজ চলছে। সেখানেই থাকা পাথরে ধাক্কা মারে পুলকারটি। রাস্তার ধারে থাকা পাথরে ধাক্কা মেরে বেশ কিছুটা এগিয়ে যায় গাড়িটি। এরপর একটি ফাঁকা অংশে প্রথমে আটকে, তার খানিক পরে উল্টে যায় গাড়িটি। রাস্তায় উল্টে যাওয়া গাড়িটি থেকে পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন স্থানীয়রাই। সৌভাগ্যবশত, কারও চোটই তেমন গুরুতর নয়। ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে পুলকারের চালককে।

শুধুমাত্র নাম নয়, নিজের কাজের জন্য পরিচিত নেহরুজি : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): শুধুমাত্র নাম নয়, নিজের কাজের জন্য পরিচিত নেহরুজি। এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।’ লাদাখের লেহ যাওয়ার প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ’শুধুমাত্র নাম নয়, নিজের কাজের জন্য পরিচিত নেহরুজি।’

আসলে দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির নাম বদল নিয়ে এদিন রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা, তাতেই এই উত্তর দেন কংগ্রেস সংসদ রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ্য, দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে গত ১৪ আগস্ট থেকে, এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটি নামেই এটি পরিচিত হবে। এই নাম পরিবর্তন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৩৩-এ, ২৪ ঘন্টায় ৪৫ সুস্থ, ভারতে মৃত্যু দু’’জনের

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দু’’জনের, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৩৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৪।

যাদবপুরের ডিনের ভূমিকায় প্রশ্ন, ফের তাঁকে ডাকতে চলেছে লালবাজার

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রাবাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। বুধবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়কে তলব করেছিলেন যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন)। স্নেহমঞ্জু লালবাজারে হাজির হলেও ডিন যেতে পারেননি।

পদত্যাগের দাবিতে তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছেন পড়ুয়ারা, এই কারণ দেখিয়ে বুধবার তলব এড়ান রজত। এই প্রেক্ষিতে লালবাজার সূত্রে খবর, আবার ডেকে পাঠানো হচ্ছে রজতবাবুকে। রেজিস্ট্রারকে পুনরায় ডাকার কথাও ভাবছেন লালবাজারের কর্তারা। বেশ কিছু নথিও রজতবাবুর কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রাবাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

ডিন রজত বুধবার দুপুর থেকে ঘেরাও হয়ে আছেন। পড়ুয়াদের একটি অংশ ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার জেরে ডিনের পদত্যাগ চেয়ে ঘেরাও কর্মসূচি চালাচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও ঘেরাও চলছে বলে জানা যাচ্ছে।

বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের দাবি, যত ক্ষণ না ডিন পদত্যাগ করছেন, তাঁদের ঘেরাও কর্মসূচি চলবে। তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও মনে করছে একাংশের পড়ুয়া।

দিল্লিতে রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে আগুন; আহত ৬ জন দমকল কর্মী, ক্ষয়ক্ষতিও বিপুল

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির বাওয়ানা এলাকায় অবস্থিত একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে। বুধবার রাতে ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩০টি ইঞ্জিন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এদিকে, আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন ৬ জন দমকল কর্মী।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার রাতে দিল্লির বাওয়ানা এলাকায় অবস্থিত একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩০টি ইঞ্জিন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এদিকে, আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন ৬ জন দমকল কর্মী। এই অগ্নিকাণ্ডে বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর ফের নিম্নমুখী, পৌঁছল ২০৪.৪২ মিটারে

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): চিন্তা কমালো যমুনা নদী। দিল্লিতে ফের বিপদসীমার নীচে নেমে গেল যমুনার জলস্তর। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে যমুনার জলস্তর নেমে ২০৪.৪২ মিটারে পৌঁছে যায়, যা বিপদসীমার নীচেই। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে দিল্লির পুরানো রেল ব্রিজে যমুনার জলস্তর ছিল ২০৫.৩৯ মিটার, বুধবার সকালে তা একটু কমে ২০৫.৩৩ মিটারে পৌঁছয়।

আর বৃহস্পতিবার সকালে তা আরও একটু কমে ২০৪.৪২ মিটারে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ বিপদসীমা (২০৫.৩৩) অতিক্রম করে ২০৫.৩৯ মিটারে পৌঁছে যায় যমুনার জলস্তর। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের কারণেই যমুনার জলস্তর নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার যমুনার জলস্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি মেটাতে কী কী খাবেন

সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে সবার আগে নজর দেওয়া প্রয়োজন রোজের খাওয়াদাওয়ায়। শরীর যাতে বিভিন্ন পোষক পদার্থ ঠিকমতো পায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সেই তালিকার মধ্যেই পড়ে ভিটামিন ডি। শরীরে ভিটামিন ডি-এর পর্যাপ্ত মাত্রা ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস শোষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে, পেশিকে শক্তিশালী করে, হাড় ও দাঁতের বিকাশকেও সহজ করে তোলে।

সূর্য রশ্মি হল ভিটামিন ডি-র সবচেয়ে বড় উত। প্রতিদিন ভোরে অন্তত পক্ষে ১৫-২০ মিনিট রোদ পোহালে শরীরে অনেকটাই ভিটামিন ডি সরবরাহ হয়। তবে কেবল সূর্য রশ্মি থেকেই নয়, রোজের খাদ্যাভাসে একটু বদল আনলেও শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। জেনে নিন রোজের ডায়েটে কী কী খাবার রাখবেন।

মাশরুম--নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির মাশরুম আছে, যেগুলি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসলে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারে। এই খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ খুব কম, পাশাপাশি উচ্চ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। তাই রোজের খাদ্যতালিকায় মাশরুম রাখতেই পারেন।

উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ-- সয়া দুধ, আমন্ড দুধ এবং ওট মিল্কের মতো বিভিন্ন উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধে ভিটামিন ডি থাকে। তবে এগুলি কেনার সময় দেখে নেবেন যে তাতে ভিটামিন ডি আছে কি না।

কমলালেবুর জুস

কিছু ব্র্যান্ডের কমলালেবুর জুস ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ হয়। তাই শরীরে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বজায় রাখতে কমলালেবুর জুস খেতেই পারেন।

পালং শাক--পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তাই রোজ বিভিন্ন ভাবে পালং শাক রান্না করে খেতে পারেন।

পনির--পনিরে ভিটামিন ডি এর উত হতে পারে। তবে, ভিটামিন ডি এর পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার খাদ্যতালিকায় পনির অন্তর্ভুক্ত করা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পাশাপাশি আপনার ভিটামিন ডি এর চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে।

দুগ্ধজাত খাবার --দুধ, দই, ছাঁচ, চিজ, পনির, ছানার মতো দুগ্ধজাত খাবারে ভালো মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তাই সুস্থ থাকতে ও হাড় মজবুত করতে রোজের ডায়েটে দুগ্ধজাত খাবার রাখতেই পারেন।

ওটস--ওজন কমাতে ওটসের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। তাছাড়া, ওটস আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি সরবরাহ করতে পারে। তাই রোজের ডায়েটে ওটস রাখতেই পারেন। দুধ-ওটসের সঙ্গে আমন্ড, আখরোট, খেজুর মিশিয়ে খেতে পারেন। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উত।

চোখের সমস্যা ঠেকাতে রোজ করুন এই পাঁচ ব্যায়াম

শরীরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ চোখ। অথচ এই চোখের উপরেই যাবতীয় চাপ। অফিসে সারা দিন কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপের সামনে কাজ। অবসর সময়ে টিভি বা মোবাইলে ব্যস্ততা। বেশিরভাগ সময়টাই কেটে যায় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে চোখের নানা সমস্যা।

শরীর সুস্থ রাখতে চিকিৎসকরা যেমন শরীরচর্চা করতে বলেন, তেমন চোখের জন্যও কিছু ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে, চোখ ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া, জল পড়ার মতো কিছু সমস্যা মেটাতে ভরসা রাখতে পারেন সহজ কয়েকটি যোগাসনের উপর। দেখে নিন চোখের যত্নে কোন কোন এক্সারসাইজ করবেন।

হাতের তালুর ব্যবহার

দু'হাতের তালু খানিকক্ষণ ঘষে গরম করে নিন। এবার চোখ বন্ধ করে হাত দু'টি চোখের উপরে রাখুন। দুই হাত ঘর্ষণের ফলে তালুতে যে তাপ উতন্ন হবে, সেই তাপ দিন চোখে। গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং কয়েক মিনিট চোখের উপরে হাত ধরে রাখুন। এটি ক্লান্ত চোখকে প্রশমিত করে এবং চোখের চাপ কমায়।

চোখের মণি ঘোরানো

মেরুদণ্ড একেবারে সোজা রেখে বসুন। চোখের মণি বৃত্তাকার গতিতে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ১০ বার করে ঘোরান। তার পর চোখ বন্ধ রাখুন মিনিট খানেক। খুব ধীরে ধীরে চোখ ঘোরাবেন। চোখের পেশী শিথিল করতে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে এই ব্যায়াম।

ফোকাস শিফটিং

একেবারে সোজা হয়ে বসুন। আপনার সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে বুড়ো আঙুলটা বার করে রাখুন। অনেকটা থাম্বস আপ-এর মতো করে। এই আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকুন কিছুক্ষণ। তারপরে দূরের কোনও জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকুন খানিকক্ষণ। এই ভাবে বার কয়েক হাতের বুড়ো আঙুল এবং দূরের জিনিসের দিকে দৃষ্টি স্থানান্তর করা চালিয়ে যান। এই ব্যায়াম চোখের পেশী শক্তিশালী করে এবং ফোকাস উন্নত করতে সাহায্য করে। বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার শরীরটা সামনের দিকে বাঁকান। শরীরটা এমন ভাবে বাঁকান যাতে বুকটা উরুতে ঠেকে। কপাল মেঝেতে রাখুন। হাত দু'টি সামনের দিকে প্রসারিত করে রাখুন। চোখ বন্ধ করুন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। এই ব্যায়াম ঘাড়, কাঁধ এবং চোখের চাপ উপশম করতে সাহায্য করে।

উর্ধ্ব মুখ স্বনাসন

মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো বুকের দু পাশে রাখুন। হাতের তালু রাখুন মেঝেতে। আঙুল সোজা রাখবেন। এই অবস্থায় হাতে ভর দিয়ে মাথা ও বুক ওপরের দিকে যতটা সম্ভব তুলুন। সামান্য উপরে তাকান। উরু মেঝেতে ঠেকে থাকবে। এই ভঙ্গিটি ঘাড়, কাঁধ এবং চোখ প্রসারিত করে, রক্তসঞ্চালন উন্নত করে এবং চোখের চাপ কমায়। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

নিম পাতার উপকারিতা

স্বাস্থ্যের জন্য নিম পাতা অত্যন্ত উপকারী। এর মধ্যে রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। নিমের ডাল, পাতা, রস সবই কাজে লাগে। প্রকৃতি কী করে একই সঙ্গে সমস্যা এবং সমাধান ধারণ করে রেখেছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিম। আলিগড় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপক বলেন, "নিমপাতা ভীষণ উপকারী।

ডায়াবেটিসের রোগীদের নিয়মিত নিম পাতা খাওয়ার অভ্যাস থাকলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর ফলে ব্লাড সুগারসহ অন্য অনেক জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।" চিকিৎসকদের মতে নিম পাতায় রয়েছে বহু ওষুধের গুণাবলী। বহুদিন ধরে রূপচর্চায় নিমের ব্যবহার হয়ে আসছে। ত্বকের দাগ দূর করতে নিম খুব ভালো কাজ করে। এছাড়াও এটি ত্বকে ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। এখন প্রশ্ন হল, নিম পাতা কীভাবে খাবেন? সাধারণ খাবারের পর নিমের জল পান করতে পারেন। এছাড়া নিম পাতা ত্বকের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে সাহায্য করে।

নিমের পেস্ট তৈরি করে ব্যবহারের মাধ্যমে উকুনের সমস্যা দূর করা যায়। আবার নিম পাতার রস রক্ত পরিষ্কার করে ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অ্যালার্জির সমস্যা, একজিমা, ফোড়া অথবা বিভিন্ন ধরনের ত্বকের সমস্যা নিরাময়ে নিম খুব কার্যকর। ত্বকের যেসব জায়গায় এ ধরনের সমস্যা রয়েছে সেখানে নিমপাতা বেঁটে লাগাতে পারেন। এছাড়া নিম গাছের ছাল জলে সারারাত ভিজিয়ে পরের দিন সকালে সেই জল খেলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

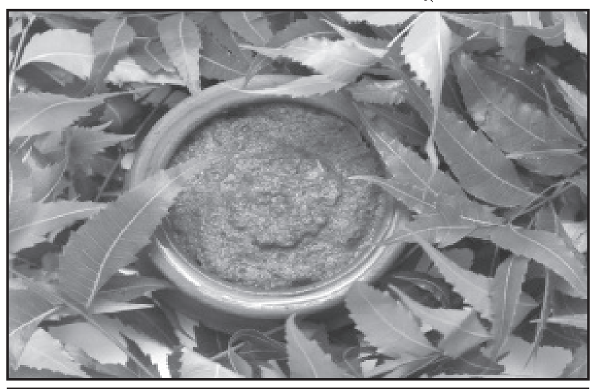

জ্বর হলে যে খাবারগুলি শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়

জ্বর প্রতি ডিগ্রি অতিরিক্ত তাপমাত্রার জন্য বিপাকক্রিয়া ৭ শতাংশ বেড়ে যায়। ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদাও বেড়ে যায়। এ সময় চাই পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাবার। তাই এ সময় খাদ্যতালিকায় এমন খাবার রাখতে হবে, যা উচ্চ ক্যালরির পাশাপাশি মুখের রুচি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

জ্বরের সময় তরল খাবারগুলো খাওয়া ভালো। এটি রিহাইড্রেটিং ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। রস বা জুস বিশেষ করে সাইট্রাস ফল বা টক ফল শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সেরা উত। কমলালেবু বা লেবু জাতীয় ফল পুষ্টি ও ভিটামিনে পূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ভিটামিন সি, অন্ত্রবান্ধব এবং ফাইবার, যা হজমের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

এ সময় মসলা চা, আদা চা, যেকোনো হারবাল চা খুবই উপকারী। এগুলোর আছে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কার্যকারিতা। চায়ের সঙ্গে লেবু, মধু, তুলসী পাতা, পুদিনা পাতা ও লবঙ্গ মিশিয়ে খেলে তা খুব সহজেই সর্দি-কাশি কমিয়ে রুচি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ) দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে।

জ্বর হওয়ার পর রোগীর শরীরে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। চর্বিহীন মাংসের পাতলা ঝোল, মুরগির স্যুপের মতো খাবারগুলো জ্বরের সময় অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দেয়। স্যুপের আরেকটি উপাদান হতে পারে সবজি। জ্বর থেকে সেরে ওঠা রোগীদের জন্য সবজির স্যুপ তৈরি করার সময় প্রোটিন বাড়ানোর জন্য টফু বা সামান্য চর্বিহীন মাংস যোগ করা যেতে পারে।

এই খাবারগুলো পর্যাপ্ত শক্তি, ফাইবার ও প্রয়োজনীয় খনিজ সরবরাহ করবে। সবজি, চাল, ডাল দিয়ে তৈরি নরম পাতলা খিচুড়িও খেতে পারেন। ভিটামিনযুক্ত খাবার শরীরের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, যা জ্বরের পরে খুব জরুরি। তাজা ফলের রস, ডাবের জল, আখের গুড়ের শরবত, টাটকা ফল, ফলের স্মুদি-যেকোনোভাবে ফল খেলে তা থেকে এনার্জি পাওয়া যায়।

চোখ থেকে অনবরত জল পড়ছে?

বর্ষাকাল মানেই রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ। বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসবাহিত অসুখ শরীরে জাঁকিয়ে বসে। এই মরশুমে শুরু হয় কনজাঙ্কটিভাইটিসের হানা। এর মূল কারণ ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া হলেও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বা আঘাত পাওয়ার কারণেও কনজাঙ্কটিভাইটিস দেখা দিতে পারে।

কনজাঙ্কটিভাইটিসকে সাধারণত পিঙ্ক আই বা রেড আই বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে আবার এটি "জয় বাংলা" নামেও পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ এই রোগটিকে হালকা ভাবে নেন। কিন্তু ঠিক মতো চিকিতা না হলে দীর্ঘদিন ভোগাতে পারে এই রোগ, পাশাপাশি কর্নিয়ারও ক্ষতি হতে পারে। তাই সমস্যার শুরুতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

কী কী লক্ষণ দেখে বুঝবেন?

চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা, চোখ খচখচ করা, জল পড়া, আলোয় তাকাতে কষ্ট হওয়া, ইত্যাদি কনজাঙ্কটিভাইটিসের খুব সাধারণ লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে আবার চোখের পাতা আঠার মতো জুড়ে যায়, চোখে ময়লার আস্তরণ পড়তেও দেখা যায়। এই সব লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগমুক্ত থাকার উপায়

কনজাঙ্কটিভাইটিসকে আটকানোর কোনও ওষুধ কিংবা ভ্যাকসিন নেই। তাই সাবধানতাই একমাত্র পথ। দৈনন্দিন জীবনে কিছু নিয়ম মেনে চললে এই রোগের ঝুঁকি খানিকটা এড়ানো যায়। তবে একেবারেই যে এই রোগ হবে না, তা বলা যায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন

কনজাঙ্কটিভাইটিস প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। বার বার হাত ধোওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এই রোগের ঝুঁকি খানিকটা এড়ানো যায়। বিশেষ করে খাওয়ার আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পরে অবশ্যই সাবান-জলে হাত ধোওয়া উচিত।

চারপাশ পরিষ্কার রাখুন

ধুলোবালি, অ্যালার্জেনের কারণে চোখে কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে। তাই আপনার চারপাশটা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঘর-বাড়ি, কাজের জায়গায় নিয়মিত ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করুন। ব্যক্তিগত জিনিস শেয়ার করবেন না

এ রোগ ছোঁয়াচে তাই একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন। অন্য কারও তোয়ালে, রুমাল, বালিশ, বিছানা, আই মেকআপ, কন্ট্যাক্ট লেন্স ইত্যাদি ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। নিজের এই সব জিনিসও অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না।

ভিড় জায়গা এড়িয়ে চলুন

জনাকীর্ণ স্থান অথবা যেখানে প্রচুর মানুষের ভিড়, সেই সব জায়গা বর্ষাকালে কনজাঙ্কটিভাইটিস-সহ বহু সংক্রামক রোগের প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। তাই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে জনবহুল এলাকা থেকে দূরে থাকুন।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান

পর্যাপ্ত জল খাওয়া এ রোগ থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়। এ ছাড়া রোজের ডায়েটে খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য রাখুন। বিশেষ করে ভিটামিন এ চোখের জন্য খুব উপকারী। টাটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, সাইট্রাস ফল এবং অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খান।

বৃষ্টির সময় বাইরে বেরোবেন না

ভারী বৃষ্টির সময় বাড়ির ভিতরে থাকার চেষ্টা করুন। বাড়ির বাইরে বের হলে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া, সাঁতার কাটার সময় চোখে চশমা ব্যবহার করুন।

কনজাঙ্কটিভাইটিস হলে কী করবেন?

এই অসুখটিকে তাচ্ছিল্য করলেই বাড়বে সমস্যা। তাই সমস্যার একেবারে শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাড়িতেও চোখের বিশেষ যত্ন নিন।

গরম সেঁক

কনজাঙ্কটিভাইটিস হলে চোখ বন্ধ করে উষ্ণ সেঁক দিতে পারেন। এতে জ্বালা, যন্ত্রণা, চুলকানি অনেকটাই উপশম হয়। একটি পরিষ্কার কাপড় হালকা গরম জলে ভিজিয়ে জলটা নিংড়ে নিন। কয়েক মিনিট এই ভেজা কাপড়টি চোখের উপর আলতোভাবে লাগিয়ে রাখুন।

এ ছাড়া, ঈষদুষ্ণ জলে এক চিমটে নুন দিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে পারেন। তুলো চোখের উপর রেখে গরম ভাপও নিতে পারেন। এতে আরাম পাওয়া যায়।

চোখে হাত দেবেন না

চোখ ঘষা বা স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে চোখে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। বিশেষ করে যিনি কনজাঙ্কটিভাইটিসে ভুগছেন, তিনি মোটেও চোখে হাত দেবেন না। এতে চোখের অবস্থার অবনতি হতে পারে এবং সংক্রমণ আপনার মুখের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কন্ট্যাক্ট লেন্স পরবেন না

চোখ পুরোপুরি ভালো না হওয়া পর্যন্ত কন্ট্যাক্ট লেন্স পরবেন না। কারণ লেন্সে ব্যাকটেরিয়া আটকে থাকতে পারে। ফলে চোখের সমস্যা আরও বাড়বে। চোখে জলের ঝাপটা দিন কনজাঙ্কটিভাইটিস হলে চোখে বারবার ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে। বিশেষ করে সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে অবশ্যই এই কাজটি করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন চোখে কনজাঙ্কটিভাইটিসের কোনও লক্ষণ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের কাছে যান। চোখের সংক্রমণ সারাতে তাঁরা চোখের ড্রপ বা মলম দিতে পারেন।

ডেঙ্গু না সাধারণ ভাইরাস জ্বর

দেশে চলছে বর্ষাকাল। আর এ সময়ই বাড়ে ডেঙ্গুর প্রকোপ। সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের কারণে বাড়ে ভাইরাস জ্বরের প্রবণতাও। তাই এ সময়ে জ্বর হলেই আতঙ্কিত না হয়ে প্রথমে জানার চেষ্টা করুন বা পরীক্ষা করুন যে এটি ডেঙ্গু না সাধারণ ভাইরাস জ্বর। ভাইরাস ও ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তাই ডেঙ্গুর উপসর্গগুলো সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন। ডেঙ্গু জ্বরের তীব্রতা অনেক বেশি হয়। ডেঙ্গুতে শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ১০৪ ফারেনহাইট ওঠে। এই জ্বর ২ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জ্বর ছাড়াও মাথাব্যথা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, ডায়রিয়া ও বমি বমি ভাব দেখা দেয়। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি গায়ে র্যাশ উঠতে শুরু করে। এছাড়া মাড়ি ও নাক দিয়ে রক্তপাত, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু রোগীকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ডেঙ্গুর শক সিনড্রোম তৈরি হলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। তখন পালস রেট বেড়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে যায়। ফলে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় এবং দেহে অস্বস্তি তৈরি হয়। এমন অবস্থা তৈরি হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য নির্ধারিত কোন ওষুধ নেই। তবে ডাক্তাররা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। ডেঙ্গু হলে শরীরকে জলশূন্য হতে দেয়া যাবে না। তাই প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। পাশাপাশি তরল জাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করুন। যেমন- ডাবের জল, ফলের রস, স্যুপ, চিকেন সুপ খেতে পারেন।

ভাইরাস জ্বরের লক্ষণ : মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু জ্বরে নাক দিয়ে জল পড়া ও হাঁচি-কাশি হবে। কাশি (সাধারণত শুষ্ক), মাথাব্যথা, পেশি এবং জয়েন্টে ব্যথা, অস্বস্তিবোধ, গলাব্যথা হতে পরে। ফ্লু সংক্রমণের ২ থেকে ৪ দিন পর উপসর্গ দেখা দেয়।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ : ডেঙ্গু সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে অন্য কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ ছাড়া শুধু জ্বর হয়, তখন সেগুলোকে ফ্লু ভেবে ভুল হতে পারে। ডেঙ্গু সাধারণত সংক্রমিত মশা কামড়ানোর চার থেকে ১০ দিন পর শুরু হয়। ডেঙ্গুতে খুব উচ্চমাত্রার জ্বর হয় অর্থাততাপমাত্রা পৌঁছায় ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে: মাথাব্যথা, পেশি, হাড় বা গিরায় ব্যথা, বমি বমি ভাব, চোখের পেছনে ব্যথা।

নির্দিষ্ট হরমোনের কারণে হাই তোলা হয়

হাই তোলা ঘুমের অভাব বা তন্দ্রাচ্ছন্নতার লক্ষণ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কেউ যদি অতিরিক্ত হাই তোলে তবে এটি শারীরিক সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। এমনিতে হাই তোলা ক্লান্ত বা বিরক্ত বোধের একটি খুব সাধারণ লক্ষণ। চিকিৎসকদের মতে, কিছু নির্দিষ্ট হরমোনের কারণে হাই তোলা হয় যা সাময়িকভাবে হৃদস্পন্দন এবং অ্যালার্টনেস বাড়ায়।

এই কারণেই কেউ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে সতর্ক করার জন্য হাই তোলে শরীর। কেউ যদি ১৫ মিনিটে তিন বারের বেশি হাই তোলে তাহলে তা স্বাভাবিক নয়। ফলে কেউ যদি বারবার হাই তোলে, তাহলে তাকে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অতিরিক্ত হাই তোলার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হতে পারে ঘুমের অভাব।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি স্লিপ অ্যাপনিয়া বা অনিদ্রার কারণও হতে পারে। স্লিপ অ্যাপনিয়া একটি গুরুতর ঘুমের ব্যাধি যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস বারবার বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু হয়। আপনি যদি জোরে নাক ডাকেন এবং পুরো রাতের ঘুমের পরেও ক্লান্ত বোধ করেন তবে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। অনিদ্রার পাশাপাশি আপনার ঘুমিয়ে পড়তে, ঘুমিয়ে থাকতে বা ভালো মানের ঘুম পেতে সমস্যা হতে পারে।

আপনার ঘুমের উপযুক্ত পরিবেশ এবং ঘর থাকলেও এটি ঘটতে পারে। কেউ কেউ বেশি ওষুধ সেবন করলেও তার অতিরিক্ত হাই উঠতে পারে। কিছু অ্যান্টিসাইকোটিকস বা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হাই তোলার আকারে প্রকাশ পেতে পারে। তাই প্রেসক্রিপশন ছাড়া এ জাতীয় কোনও ওষুধ সেবন করা যাবে না। যদি কারো আশপাশে অক্সিজেনের অভাব থাকে, তাহলে তার হার্ট অ্যাটাকের মতো অবস্থা হতে পারে এবং সে আরও বেশি হাই তুলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বেশি হাই তোলে তার মানে এই নয় যে তার হার্ট অ্যাটাক হবে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত হাই তোলা মস্তিষ্কের ব্যাধির লক্ষণ হতে পারে। পারকিনসন্স ডিজিজ, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এবং মাইগ্রেনের মাথাব্যথার মতো অবস্থাও অত্যধিক হাই তোলার কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত হাই তোলা দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপের কারণে হতে পারে। এই সব লক্ষণ দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শাহের জরুরি তলবে দিল্লি গেলেন দিলীপ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই নিজের বাসভবনে দিলীপের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বুধবার রাতে এসেছিল অমিত শাহের ফোন।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারে কোনও বৈঠকে ডাক পাননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দিলীপবাবুকে কেন এই জরুরি তলব? দিলীপের কি কোনও 'প্রাপ্তিযোগ' রয়েছে? নাকি সদ্য দলের সব পদ-হারানো বাংলার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপবাবুর মানভঞ্জনই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্য? নানা জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্দরে?

সদ্যই বাংলা সফরে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। মোট তিনটি কর্মসূচিতে দিলীপবাবুর সঙ্গে নড্ডার সাক্ষাৎ হয়। তবে প্রাক্তন সহ-সভাপতির সঙ্গে সভাপতির কোনও ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বা আলাদা বৈঠক হয়নি। রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক এবং সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে নড্ডার বৈঠকে নিয়মমাফিক হাজির ছিলেন দিলীপ। সেখানেও নাকি তিনি বিশেষ কথা বলেননি।

সাধারণত তিনি সাংগঠনিক বৈঠকে সরব থাকলেও গত শনিবার ও রবিবার নিউ টাউনের হোটেলে বৈঠকে চুপচাপই ছিলেন। যা দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে, দিলীপবাবু কিছুটা 'অভিমানী' হয়ে রয়েছেন।

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মধ্যেও আর্দ্রতার অস্বস্তি রয়েছে, পারদ ওঠানামা করছে তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতেও স্বস্তি মিলছে না। বরং বৃষ্টি থামতেই আর্দ্রতার অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেও কলকাতা ও লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। বৃষ্টি থামতেই ফের রোদের দেখা মিলেছে। এদিকে, তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করছে মহানগরীতে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও, তবে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি-এই জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

কোরান অবমাননার অভিযোগে পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের গির্জা-বাড়িঘরে আগুন, অবাদে চলছে লুট

ইসলামাবাদ, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে খ্রিস্টানদের একের পর এক গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চারটি গির্জায় হামলা হয়েছে বলে খবর। বাড়িঘর জ্বলছে, খ্রিস্টান মহল্লার বাড়িগুলিতে অবাধে চলছে লুটপাট। বুধবার বিকেল থেকে তাণ্ডব চলছে পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশের শিল্পশহর ফয়সলাবাদ-সহ বেশ কিছু এলাকায়।

পাকিস্তানের পূর্ব পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে জারনওয়ালা শহরে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোরান অবমাননার অভিযোগে উঠেছে। যে দুই খ্রিস্টান ব্যক্তির বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবমাননার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কোরানের পাতায় অবমাননাকর মন্তব্য করার প্রমাণ মেলায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। অভিযুক্ত একজনের নাম ইয়াসির ভাট্টি, তিনি নিজ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন।

কোরানের অবমাননা করার অভিযোগে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে জারনওয়ালা শহরে একের পর এক বাড়ি-গির্জায় হামলা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ বলছে, কমপক্ষে চারটি গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, খ্রিস্টান মহল্লায় গির্জা সংলগ্ন বাড়িঘরেও হামলা চলছে।

ব্লাসফেমি বা ইসলাম ধর্ম অবমাননা পাকিস্তানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদিও এই আইনে এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি। তবে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এর আগেও পাকিস্তানে এমন তাণ্ডব হয়েছে। উন্মত্ত জনতা বাড়িঘরে আগুন লাগিয়েছে, অবাধে খুন হয়েছে প্রকাশ্য রাস্তায়।

পাকিস্তানের খ্রিস্টান নেতা আকমল ভাট্টি বলেন, একটি মসজিদ থেকে এই আক্রমণের ঘোষণা দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। উন্মত্ত জনতা অন্তত পাঁচটি গির্জায় আগুন দিয়েছে। খালি বাড়িগুলোতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। দামি জিনিস লুট করা হয়েছে। পরে বেশ কয়েকটি বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

জারানওয়ালা তহসিলের ধর্মযাজক ইমরান ভাট্টি জানিয়েছেন, ইসা নগরী এলাকায় স্যালভেশন আর্মি গির্জা, ইউনাইটেড প্রেসবিটারিয়ান গির্জা, অ্যালাইড ফাউন্ডেশন গির্জা এবং শেহরুনওয়ালা গির্জায় লুটপাঠ, ভাঙচুর হচ্ছে। ইলাম ধর্ম অবমাননা হয়েছে বলে দাবি তুলে খ্রিস্টানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উন্মত্ত জনতা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিন্দা প্রকাশ করেছেন পাঞ্জাব প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী আমির মীর। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে হাজারো পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। হিংসার ঘটনায় কয়েক ডজন লোককে আটক করা হয়েছে।

হামলাকারী উন্মত্ত জনতার বেশিরভাগই মূলত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান বা টিএলপির সঙ্গে জড়িত। যদিও টিএলপি এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

শিলিগুড়িতে ১০ কোটির মাদক সহ ধৃত পাঁচ

শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সমেত পাঁচজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি), ভক্তিনগর ও শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে শহরের দুটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতা করা হয়েছে। ধৃতরা হল দুর্গা সোরেন, প্রদীপ মুন্ডা, রশিদ শেখ, বাছাই কিসকু এবং রঞ্জন মাঝি। এদের মধ্যে রশিদ শুধুমাত্র মালদার বাসিন্দা। বাকি চারজনই শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তুলে হেপাজতে নেবে পুলিশ। মালদার বাসিন্দা রশিদ শিলিগুড়িতে মাদক সাপ্লাই দিতে এসেছিল বলে খবর। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় বড় চক্র জড়িত রয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

কলকাতায় রাষ্ট্রপতি, কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি স)। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

তাঁর এই এক দিনের সফরের জন্য কলকাতায় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

সকালেই কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে যান রাজভবনে। তার পর গার্ডেনরিচ শিপিং ইয়ার্ডে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আবার বিকেলেই রওনা দেবেন দিল্লির উদ্দেশে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ১০টা ২৫ মিনিটে তাঁর কনভয় বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে রাজভবনের উদ্দেশে রওনা দেয়। রাজভবনে রাষ্ট্রপতি পৌঁছন সকাল ১১টার কিছু পরে। সেখানে ব্রহ্ম কুমারীদের আয়োজিত 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এ যোগ দেন তিনি। মধ্যাহ্নভোজনের পর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রপতি গার্ডেনরিচের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে বিন্ধ্যাগিরি জাহাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । ভারতীয় নৌবাহিনীর ১৭এ প্রজেক্টের অন্তর্গত ছ"নম্বর জাহাজ এই বিন্ধ্যাগিরি । গার্ডেন রিচে শিপ বিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের এই অনুষ্ঠানে জাহাজের পথ চলার সূচনা করছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । কর্ণাটকের পর্বত শৃঙ্গের নাম অনুসারে যুদ্ধ জাহাজের নামকরণ করা হয়েছে বিন্ধ্যাগিরি । এই যুদ্ধজাহাজে অত্যাধুনিক অস্ত্র, সেন্সর এবং প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে । বিন্ধ্যাগিরির আগে আইএনএস বিন্ধ্যাগিরি যুদ্ধজাহাজ ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই থেকে ২০১২ সালের ১২ জুন পর্যন্ত নৌবাহিনীর হয়ে কাজ করেছে । এবার বিন্ধ্যাগিরির পথ চলা শুরু করবে। প্রজেক্ট ১৭এ-র অধীনে এই জাহাজগুলির ডিজাইন ভারতের নিজস্ব । যুদ্ধজাহাজের ডিজাইন প্রণেতা সংস্থা ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো বিন্ধ্যাগিরির ডিজাইন করেছে । ''আত্মনির্ভর ভারত''-এর আওতায় তৈরি এই জাহাজটির ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি দেশের নিজস্ব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি সরবরাহ করেছে । বিন্ধ্যাগিরির আগে প্রজেক্ট ১৭এ-র প্রথম পাঁচটি জাহাজের পথ চলা শুরু হয়েছে ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর দ্রৌপদী মুর্মু প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন ২৭ মার্চ। সেবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে গার্ড অফ হনার দেওয়া হয়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দেহরাদূনের বিকাশনগরে ভয়াবহ ভূমিধস; ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি বাড়ি, ১৬টি পরিবার গৃহহীন

দেহরাদূন, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল উত্তরাখণ্ডের বিকাশনগর। বুধবার বিকাশনগর তহসিলের লাংহা জাখান গ্রামে ভয়াবহ ধস নামে। এই ভূমিধসের জেরে ১৫টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন ১৬টি পরিবারের ৫০ জন সদস্য। ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে পাচতা গ্রামের একটি স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আপাতত সেখানেই রয়েছেন সবাই। এদিকে, ভূমিধসের জেরে রাস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিকাশনগর তহসিলের লাংগা জাখান গ্রামে ভূমিধসের কারণে ১৫টি বাড়ি ও ৭টি গোয়ালঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জখান গ্রামে ১৬টি পরিবারের ৫০ জন মানুষ বসবাস করেন। এ ঘটনায় কোনও প্রাণ বা প্রাণীর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে পাচতা গ্রামের একটি স্কুলে শিবিরে রাখা হয়েছে। ভূমিধসের কারণে রাস্তাও তলিয়ে গিয়েছে।

দলমত নির্বিশেষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সম্মান জানানো হচ্ছে : প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.); দিল্লির নেহেরু মেমোরিয়ালের নাম পরিবর্তনের কারণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস শিবির। কংগ্রেস নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করছে। কংগ্রেসের এই সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, দলমত নির্বিশেষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সম্মান জানানো হচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, 'আমরা দলমত নির্বিশেষে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সম্মান দিচ্ছি। কংগ্রেস অপ্রয়োজনীয়ভাবে এটি নিয়ে সমস্যা তৈরি করছে... আমি জানি না কেন তাঁদের সমস্যা। আমাদের দেশের সব প্রধানমন্ত্রীর অবদানের বিষয়ে মিউজিয়ামে চালানো ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে আমাদের তরুণদের শেখানো হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে গত ১৪ আগস্ট থেকে, এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটি নামেই এটি পরিচিত হবে। এই নাম পরিবর্তন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'শুধুমাত্র নাম নয়, নিজের কাজের জন্য পরিচিত নেহরুজি।' আসলে দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির নাম বদল নিয়ে এদিন রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা, তাতেই এই উত্তর দেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

মাদকের অপব্যবহার বর্তমান সময়ে সমাজ ও দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয় : রাষ্ট্রপতি

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): মাদকের অপব্যবহার বর্তমান সময়ে সমাজ ও দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, 'মাদকের সমস্যা সমাজের প্রতিটি স্তরে শিকড় বিস্তার করেছে। মাদকের অপব্যবহার বর্তমান সময়ে সমাজ ও দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়। এর আন্তর্জাতিক মাত্রাও রয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু """নেশা মুক্ত ভারত"""" গড়ার জন্য যুবসমাজ-সহ সমগ্র দেশবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় রাজভবনে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অন্তর্গত 'মাই বেঙ্গল অ্যাডিকশন ফ্রি বেঙ্গল"""" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'স্কুল কলেজ থেকেই যে কোনও ধরনের আসক্তির কুফল সম্পর্কে তাদের সচেতন করা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন।'

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আমাদের যুব সমাজের মধ্যে মাদকের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিকই। তবে এটা চিন্তা করার সময় নয়, বরং চিন্তা করার এবং সমাধানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সময়। আধ্যাত্মিক জাগরণ, নিরাময়, সামাজিক সংহতি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির উন্নতি করা যেতে পারে।' রাষ্ট্রপতির কথায়, 'মানসিক চাপ এবং সহকর্মীদের চাপের কারণে যে কোনও ধরনের আসক্তি তৈরি হয়।আসক্তি শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই ক্ষতিকর নয়, এটি আরও অনেক ব্যাধির দিকে নিয়ে যায়। মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও মানুষের চরিত্রে পড়ে।'

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং, গ্রুপ ডিসকাশন, খেলাধুলা, সৃজনশীল কার্যক্রম এবং অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনও ভুল পথে যাচ্ছে কিনা তা খুঁজে বের করতে হবে। এমন কিছু সামনে এলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানিয়েছেন, 'যারা মাদক সেবন করেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, মাদকাসক্তিকে আপনার জীবনকে ধ্বংস করতে দেবেন না। আপনি যদি কোনও ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন

গুয়াহাটির বরাগাঁওয়ে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের বরাগাঁওয়ে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটি টোটো (ই-রিকশা) চালক দিপুর বলে শনাক্ত করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকালে মহানগরের বরাগাঁওয়ে নবনির্মিত উড়ালপুলের ওপর জনৈক যুবকের মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন গড়চুক পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি দিপু নামের এক টোটো চালকের বলে শনাক্ত করেছে।

পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, নিহত যুবক দিপুর শরীরে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। এতে নিশ্চিত, তাকে অজ্ঞাতপরিচয় কোনও দুষ্কৃতী পিটিয়ে খুন করেছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, বরাগাঁওয়ের একটি ভাড়াঘরে থাকতেন দিপু। তার রহস্যজনক মৃত্যুর মূল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

সাফল্যের আরও কাছে ইসরো, সফলভাবে চন্দ্রযান-৩ থেকে আলাদা হয়ে গেল ল্যান্ডার 'বিক্রম'

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ শেষ হওয়ার পর অবশেষে সফলভাবে চন্দ্রযান-৩ এর প্রোপালশন মডিউল থেকে আলাদা হল ল্যান্ডার ''বিক্রম''। বৃহস্পতিবার মহাকাশযানটি থেকে ল্যান্ডার আলাদা হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার 'বিক্রম' আগামী বুধবার চাঁদে নামবে।

উৎক্ষেপণের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সফলভাবেই চাঁদের পৃষ্ঠ ছুঁয়ে দেখার পথে এগিয়ে চলেছে চন্দ্রযান-৩। এর আগে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)- এর তরফে জানান হয়েছিল যে ১৭ অগাস্ট ভারতীয় সময় ১টা থেকে ১.৩০টার মধ্যে এই বিছিন্ন হওয়ার কাজটি হবে। চন্দ্রকক্ষে ম্যানুয়েভর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রপালশন বিচ্ছেদের কাজটি শুরু হয়। সেই মত এদিন দুপুর ১.২৯টায় ইসরো-র তরফে সফলভাবে চন্দ্রযান-৩ এর প্রোপালশন মডিউল থেকে ল্যান্ডার ''বিক্রম''-এর আলাদা হওয়ার খবর জানিয়ে টুইট করা হয়। ইসরো জানিয়েছে, ল্যান্ডার 'বিক্রম' মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তার প্রাথমিক গন্তব্য হবে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার উপরের কক্ষপথে। সেখান থেকে ধাপে ধাপে তাকে নামানো হবে চাঁদের মাটিতে।

বৃহস্পতিবার চন্দ্রযান-৩ থেকে 'বিক্রম' বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ইসরো আগে থেকেই ঘোষণা করে রেখেছে, আগামী ২৩ অগস্ট চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে ল্যান্ডার। কিন্তু অনেকেই মনে করছেন, নির্ধারিত সময়ের আগে চাঁদে নেমে পড়তে পারে 'বিক্রম'।

মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'বিক্রম'কে চাঁদে নামানোর জন্য ইসরোর হাতে এখনও ছ'দিন সময় আছে। তবে বিচ্ছেদের পর অবতরণ প্রক্রিয়ায় সাধারণত এত সময় লাগে না। ফলে সময়ের আগেই চাঁদে 'বিক্রম' নামবে কি না, সে দিকে নজর থাকবে।

'বিক্রম'-এর মূল গন্তব্য চাঁদের দক্ষিণ মেরু। সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনও দেশের কোনও মহাকাশযান নামতে পারেনি। ইসরো চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফল ভাবে ল্যান্ডার নামাতে সক্ষম হলে ইতিহাস তৈরি করবে ভারত।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ জুলাই দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের 'লঞ্চিং প্যাড' থেকে সফল উৎক্ষেপণ হয়েছিল 'চন্দ্রযান-৩'-এর। উৎক্ষেপণের ২২ দিন পর চন্দ্রযান-৩ পৌঁছেছে চাঁদের কক্ষপথে।

চাঁদে মানুষহীন মহাকাশযান পাঠানোর জন্য ইসরোর অভিযানগুলির মধ্যে এটি তৃতীয়। এর আগে দু'বার ইসরোর অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। তবে চাঁদের কক্ষপথে সফল ভাবে চন্দ্রযান আগেও পাঠানো হয়েছে। শেষ পর্যায়ে চাঁদের মাটিতে নামতে গিয়েই হয়েছে বিপত্তি। এবারও তাই সেই সর্বশেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন পর্যায়টির দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। তার প্রথম পর্যায় সফল ভাবেই সম্পন্ন হল।

শিমলায় ভূমিধস বিপর্য: চতুর্থ দিনে পড়ল উদ্ধারকাজ, এখনও নিখোঁজ কমপক্ষে ৮ জন

শিমলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : ভয়াবহ ভূমিধসের পর ৭২-ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, শিমলায় সামার হিল এলাকায় এখনও উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনে পড়ল উদ্ধারকাজ। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ইন্সপেক্টর নাসিফ খান বলেছেন, বিগত ৪ দিন ধরে তল্লাশি অভিযান ও উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ উদ্ধারকাজে সহায়তা করছে। ২১ জনের মধ্যে ১৩ জনের দেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে শিমলায় সামার হিল এলাকায়। ৭২ ঘন্টারও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। অথচ এখনও ৮ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওই ৮ জনের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও নেই। এনডিআরএফ-এর ১৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড বি এস রাজপুত বলেছেন, '৭২ ঘন্টারও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। উদ্ধারকাজে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

একাধিক দাবিতে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

বালুরঘাট, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : একাধিক দাবিতে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে তীর ধনুক নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল ভারত জাগত মাঝি পরগণা মহল। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় শতাধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বর্তমানে নানাভাবে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আদিবাসী বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, আদিবাসীদের বনে থাকার অধিকার দিতে হবে। আদিবাসীদের শংসাপত্র জাল করা হচ্ছে। এটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক জেলায় সাওঁতালি মিডিয়ামের স্কুল খোলা ও পঠন-পাঠন করতে হবে। মণিপুরে আদিবাসীদের উপর যেমন অত্যাচার করা হচ্ছে তার প্রতিবাদেও এদিন সরব হয়েছেন ভারত জাগত মাঝি পরগণা মহল। এদিন একাধিক দাবি সম্মিলিত পত্র জেলা প্রশাসনের কাছে তুলে দেন তাঁরা। এদিকে আদিবাসীদের ঘেরাও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয় বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা।

৪ অফিসে

● প্রথম পাতার পর

হয়ে প্রথমে মহকুমা শাসকের অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলায়। এরপরই অবরোধকারীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে বেশ কয়েকটি অফিসে। একে মহকুমার পূর্ত দপ্তর, মহকুমা আরডি অফিস এবং ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের দরজায় তালা ঝুলায় অবরোধকারীরা। প্রতিটি অফিসেই অফিস কর্মীরা তালা বন্দী। বৃহস্পতিবার ছিল গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের সাপ্তাহিক হাটবার। হাঁটবারে সংগঠিত ওই ঘটনা দেখে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জনমনে একাধিক প্রশ্ন বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার জন্য দায়ী কে? কে ইবা নেবে এর দায়ভার।

গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের চরম গাফিলতির ফলে মহকুমার চার চারটি অফিসের দরজায় তালা ঝুললো বৃহস্পতিবার। এমন কলঙ্কের চিহ্ন এই প্রথম ঘটলো গন্ডাছড়া মহকুমায়। পরিশেষে মহকুমা শাসকের নিজ উদ্যোগে এবং নিজের লিখিত প্রতিশ্রুতিতে প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টা পর পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় অবরোধকারীরা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত মগপাড়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল থেকে বেহালতর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তানিয়ে বৃহস্পতিবার নারায়ণপুর চৌমুহনি বাজারে বসে গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে বসা পথ অবরোধকারীদের সঙ্গে বেলা বারোটা পর্যন্ত কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনি প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ফলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অবরোধকারীদের মধ্যে। এক সময় উত্তেজিত জনতা মহকুমা শাসকের অফিস সহ মহকুমার আরডি অফিস, পূর্ত দপ্তর এবং ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। যদিও দীর্ঘ আলোচনার পর মহকুমা শাসক অরিন্দম দাসের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রায় সাড়ে বারো ঘণ্টা পর পথ অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া আগামী দিনে ভেনাস সার্জারির করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও ডক্টর সাহা জানান। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এজিএমসির ভাইস প্রিন্সিপাল ও চিফ এম এস ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা, ডেপুটি এম এস ডক্টর কনক চৌধুরী ,এবং সার্জিক্যাল বিভাগের প্রধান ডক্টর মনি রঞ্জন দেববর্মা।এদিকে, রাজ্যে নতুন করে করোনার সংক্রমন পাওয়া গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬জন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটিপিসিআর মাধ্যমে ৩০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।মোট ৩৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে আর টিপি সি আরের মাধ্যমে ৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ১.০৭ শতাংশ। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৬জন।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮৪৭৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭৪৬৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৭ শতাংশ। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সিপাহীজলা ৩ জন এবং গোমতী জেলায় ১জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

আরাধনা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমার দামও যথারীতি কিছুটা বেড়েছে।তবে যাই হোক, এদিন রাজধানী আগরতলায় মনসাপুজাকে কেন্দ্র করে জাকজমক বাজার লক্ষ্য করা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৬ দফা দাবি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বৈষ্ণবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৬ দফা দাবি জানিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য রাগানুগা বৈষ্ণব ধর্ম মহামণ্ডল কমিটি। এদিন তারা তাদের ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ত্রিপুরায় একটি বৃহত্তম রাধাকৃষ্ণ সেবা মন্দির নির্মাণ করা, বৈষ্ণবদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিস্থল করা, ৬০ বছরের উপরের সকল যে সমস্ত বৈষ্ণব রয়েছে তাদের ভাতা প্রদান করা এবং রেশনে অন্তদ্যোয় প্রকল্পে চাল দেওয়া এবং প্রতিটি মন্দিরে সরকারি পূজারি নিয়োগ ইত্যাদি। তারা এও জানিয়েছেন অতিশীঘ্রই তারা এই দাবিগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন।

আমবাসায় প্লাস্টিক বর্জনের উপর জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার আমবাসা মহকুমার অন্তর্গত ডলুবাড়ি গেইট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা স্টেইট পলিউশন কন্টোল বোর্ডের সহযোগিতায় একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন এই বিষয়ের উপর জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ডলুবাড়ি গেইট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ৪৬ সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের কাউন্সিলর উত্তম অধিকারী, দীপা দেব, বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান রতন চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি লক্ষণ চন্দ্র দেব, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ডলুবড়ি বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরবর্তী সময় বিদ্যালয়ের হলঘরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিলিত হয় প্রত্যেকে। এক সাক্ষাৎকারে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তথা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন মোট ২০ টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে থাকছে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ কম্পিটিশন সহ নানান অনুষ্ঠান। গোটা দিনভর চলবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা গেছে।

যাদবপুরের কিছু সংগঠন মমতার 'বি-টিম", অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : "যাদবপুরের ৩-৪টি ছাত্র সংগঠন 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচার করেছিল। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বি-টিম"। বৃহস্পতিবার যাদবপুর চত্বরে এসে ফের সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।এ দিন তিনি বলেন, "কাশ্মীর থেকে যে দল ৩৭০ ধারা তুলে দিয়েছে, সেই দল এই দেশবিরোধী দলগুলিকে তুলে ফেলে দেবে। পুলিশে কোনও আস্থা নেই, অত্যাচারীদের কঠোর সাজা চাই" ।ফুটছে রাজ্য-রাজনীতি: কলকাতা থেকে জেলা, যাদবপুরের আঁচে কার্যত ফুটছে রাজ্য-রাজনীতি। এবার কোনও কলরব নয়! ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত তোলপাড় শুরু হয়েছে! কার দোষ, কার দায়, তা নিয়ে অব্যাহত চাপানউতোর !যাদবপুরে শুভেন্দু: এ দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছন শুভেন্দু। সুর চড়িয়ে ছাত্র মৃত্যুর দায় কার্যত শাসকদলের ওপরেই চাপান বিরোধী দলনেতা। এদিন তাঁর প্রশ্ন, "কেন সিসিটিভি লাগানো হয়নি, কেন অভিজিৎ চক্রবর্তীকে তাড়ানো হয়েছিল?শুভেন্দুবাবু বলেন, এটা যেন বাংলায় শেষ ঘটনা হয়, মঙ্গলবার এর উত্তর শিক্ষামন্ত্রীকে দিতে হবে। বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হিসেব বুঝে নেব। এর শেষে দেখে ছাড়ব, এদের উপড়ে ফেলব, আগামীর লড়াই চলছে, চলবে"। এই মামলা রাজ্যের কোনও সংস্থা নয়, কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা তদন্ত করুক।পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "কালিয়াগঞ্জ, রামপুরহাটে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনকে পাওয়া যায় না। কমিশন মৃত পড়ুয়ার নাম প্রকাশ্যে না বলতে বলেছেন। অথচ শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুরের মৃত পড়ুয়ার নাম বলেছেন। ব্রাত্য বসুকে নোটিস দেবে তো রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন?"

সভা থেকে বাম-অতিবামকেও এদিন নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী, প্রতিবাদে কালো পতাকা দেখানো হয়। মৃত ছাত্রের বাবার আবেদনই সার, বৃহস্পতিবারও তিনি প্রচারমাধ্যমে প্রতিবাদীদের হিংসার আশ্রয় নিতে সবিনয়ে না বলেন। কিন্তু যাদবপুর আছে যাদবপুরেই! পড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে কার্যত ক্যাম্পাস দখলের লড়াই শুরু হয়েছে বলেও অভিযোগ অনেকের! বুধবারও দুই দলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার ফের রাজনৈতির চাপানউতরের আঁচ দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পুরনো রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। অথচ দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছরের বাম শাসনে তাদের শয়ে শয়ে মানুষ খুন হয়েছেন ওদের হাতে। বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন তারাই একে অপরের হাত ধরাধরি করছে। কি মানসিকতা তাদের? এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গত বিধানসভা অধিবেশনে বিরোধীদের একাংশ সদস্য পবিত্র সভায় টেবিলে দাঁড়িয়ে রেম্প শো করেছেন। যা বিনা পয়সায় প্রত্যক্ষ হয়েছে। এধরনের আচরন থেকেই তাদের মানসিকতা চিন্তাভাবনার প্রতিফলন হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে। মানুষের সার্বিক কল্যাণই এই দলের অন্যতম লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সবসময় উন্নয়নের কথা বলেন এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্যই হিরা মডেল উপহার হিসেবে পেয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যে এখন ৬টি জাতীয় সড়ক হয়েছে। আরো চারটি গড়ার প্রক্রিয়া চলছে। রেল সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে রাজ্যে। এখন ত্রিপুরা থেকে ১২টির মতো এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে। ডেমো ট্রেন পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কারণেই দ্রুত এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সব কা সাথ, সব কা বিকাশ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কাজ করছে এই সরকার। মানুষের বিকাশের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার। এই পার্টি খুবই সুশৃঙ্খল পার্টি। উশৃঙ্খলতায় বিশ্বাস করে না এই দল। এবারও মানুষ ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মনোনয়ন পত্র দাখিল কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, দলের সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া দত্ত, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। গোটা কর্মসূচিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচন। ৮ সেপ্টেম্বর হবে ভোট গণনা। আর এই দুটি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে অ্যান্টি রিগিং কমিটির বৈঠক

বাকুঁড়া, ১৭ আগস্ট (হি . স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডের পর সতর্ক ঐতিহ্যবাহী বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক বসে কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রেখে এদিন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে নিয়ে বৈঠকে বসে।

বৃহস্পতিবার বৈঠকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডঃ পঞ্চানন কুন্ডুর উপসিতিতে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে।। যাদবপুর কাণ্ডে ছাত্র মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।রাজনৈতিক চাপান উতোর যাই হোক না কেন রাজ্যের শিক্ষানুরাগীদের অভিমত পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাকে এড়ানো সম্ভব।বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডঃ পঞ্চানন কুন্ডু বলেন, 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের তরফ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয় যে গত ১২ই আগস্ট অ্যান্টি র‍্যাগিং ডে পালন করার জন্য। সেই অনুযায়ী একটা কমিটি গঠন করে বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে র‍্যাগিংয়ের জন্য কি ধরনের আইন বা নির্দেশিকা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের অবগত করা, র‍্যাগিং আইনের বিভিন্ন ধারা গুলি তাদেরকে বোঝানো এসব করা চলছে'।তিনি এও বলেন, 'যাদবপুরকাণ্ডের পরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্যিই নেওয়া হচ্ছে। উত্তীর্ণ পড়ুয়া দের হোস্টেল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে'। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে কলেজের পড়ুয়ারা।বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক মেডিক্যাল পড়ুয়া বলেন, 'যদি এই সমস্ত উদ্যোগ আগে নেওয়া হত তাহলে হয়ত যাদবপুরের ওই পড়ুয়াকে হারাতে হোত না। এখন আমাদের কলেজেও অ্যান্টি র‍্যাগিং বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে'দেখে ভালো লাগছে।

পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটন, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকারে বিদেশ দফতরের মুখপাত্র বেদান্ত পটেল জানান, পঞ্জাব প্রদেশে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনায় ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন, "অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে।" 'ধর্ম অবমাননা'র অভিযোগ তুলে পাকিস্তানে স্বাধীন মতপ্রকাশের কণ্ঠরোধ করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, কোরানের অবমাননা করার অভিযোগে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে জারনওয়ালা শহরে খ্রিস্টানদের একের পর এক গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চারটি গির্জায় হামলা হয়েছে বলে খবর। বাড়িঘর জ্বলছে, খ্রিস্টান মহল্লার বাড়িগুলিতে অবাধে চলছে লুটপাট। বুধবার বিকেল থেকে তাণ্ডব চলছে পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশের শিল্পশহর ফয়সলাবাদ-সহ বেশ কিছু এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ বলছে, কমপক্ষে চারটি গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, খ্রিস্টান মহল্লায় গির্জা সংলগ্ন বাড়িঘরেও হামলা চলছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় হিংসার ঘটনা ঘটে। প্রতিবছর প্রচুর খ্রিস্টান ও হিন্দু মেয়েদের অপহরণের পরে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। তারপর মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই বিষয়ে সবকিছু জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেয় না ইমরানের প্রশাসন। পাকিস্তানের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারাও আড়াল থেকে উসকানি দিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। গত সপ্তাহেই চার জন হিন্দু ও তিনজন খ্রিস্টান মেয়েদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হয়েছে।

বেতন ছাড়াও নেইমার আল হিলাল থেকে যেসব সুবিধা পাবেন

রিয়াধ, ১৭ আগস্ট (হি.স.): প্রতিবছরে ১০০ মিলিয়ন ইউরোর ও বেশি বেতন পাবেন নেইমার। বেতনের বাইরেও বড় অংকের বোনাস পাবেন তিনি। আর কোন ম্যাচ আল হিলাল জিতলে নেইমারের অ্যাকাউন্টে বোনাস যাবে প্রতি ম্যাচের জন্য ৮০ হাজার ইউরো!এ তো গেল তার বেতন কাঠামো। এর বাইরে নেইমার কি পাবে দেখুন, যা শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য!সৌদি আরবে বাস করার জন্য ২৫ বেডরুমের প্রাসাদোপম বাড়ি পাচ্ছেন নেইমার। যেখানে থাকছে বিশাল একটি সুইমিং পুল এবং ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনটি এয়ারকন্ডিশন রুম।সেই সঙ্গে নেইমার ও তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য সবসময় ৫জন কর্মী তো থাকছেনই।সেই সঙ্গে নেইমার পাচ্ছেন তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি। এই তিনটি গাড়ি হল -বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি, অ্যাস্টন মার্টিন ডিবিএক্স এবং ল্যাম্বোর্গিনি হুরাকান। গাড়িগুলো চালানোর জন্য সার্বক্ষনিক থাকছে একজন ড্রাইভারও।আর ছুটির দিনে বা অন্যান্য সময়ে নেইমার যদি বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও হোটেলে যান তাহলে তার খরচও নেইমারকে বহন করতে হবে না। ক্লাবের সদরদপ্তরে খরচের বিল পাটিয়ে দিলেই ক্লাব তা পরিশোধ করবে।তাছাড়া নেইমারের চলাফেরার জন্য একটি জেট বিমান দিচ্ছে ক্লাবটি।আল হিলাল নেইমারকে সৌদিতে নিয়ে এসেছে ক্লাবে খেলার জন্য তো অবশ্যই ,সেইসঙ্গে সৌদিতে নিয়ে আসার আর একটা কারণ দেশটির পরিচিতি বাড়াতে।নেইমারকে কাজে লাগানো হবে সৌদি আরবের পর্যটনে। আসলে পর্যটক টানতেও কাজ করবেন নেইমার। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সৌদি আরবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে কোনো পোস্ট বা স্টোরি দিলেও বোনাস পাবেন নেইমার। প্রতিটি পোস্ট এর জন্য সৌদি আরব সরকারের কাছ থেকে নেইমার পাবেন ৫ লাখ ইউরো!

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর গর্ভপাত নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড তৈরির নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ১১ বছরের নাবালিকার আদৌ গর্ভপাত সম্ভব কিনা, তা জানতে মেডিক্যাল বোর্ড তৈরির নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই নির্দেশ দেওয়া হল পূর্ব মেদিনীপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও তমলুক হাসপাতাল সুপারকে।

এই সঙ্গে আদালতের ফরমান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে বোর্ড গঠন করতে হবে। পরের ৪৮ ঘণ্টায় নাবালিকার যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সোমবার রিপোর্ট দিতে হবে হাই কোর্টে। সেদিনই চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে আদালত।

বাবা-মা জানতেই পারেননি তাদের ১১ বছরের মেয়ে ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এখন জানতে পেরে গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহ পরে তাঁরা মেয়ের গর্ভপাত করানোর অনুমতি চেয়ে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন।

ওই নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। কয়েক মাস আগে তাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের পাশাপাশি গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবার গত মাসে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তা জানতে পারে। নাবালিকার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। এর পর হাসপাতালের তরফে তাদের জানানো হয়, উচ্চ বা শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া এই গর্ভপাত কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

আইন অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কোনও মহিলা, নাবালিকা বা নাবালিকার পরিবার ২০ সপ্তাহ সময় পর্যন্ত গর্ভপাত করাতে চেয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে তা ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। তার পরে গর্ভপাত করাতে গেলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। এই মামলার শুনানিতে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি। নাবালিকার বয়স নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেন তিনি। ওই পরিবারের আইনজীবী প্রতীক ধরের সওয়াল, মেয়েটি একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। এখন সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো তার মানসিক অবস্থা নেই।

২৪ সপ্তাহের পরে গর্ভপাতের নজির কম। কিন্তু নাবালিকার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আদালত অনুমতি দিক। প্রতীকের বক্তব্য, নাবালিকার পরিবারটি আর্থিক ভাবে খুবই দুর্বল। সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও কম। আইন সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। সেই কারণেই গণধর্ষণের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানাতে পর্যন্ত দেরি করেছেন তাঁরা।গত মাসে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সাহায্যে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ওই নাবালিকা এখন একটি হোমে রয়েছে। সে মা হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই। আদালতে পরিবারের দাবি, মেয়ে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে শক্ত নয়। একটি ১১ বছরের মেয়ের পক্ষে সন্তানের ভার নেওয়া সম্ভব নয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই নাবালিকা শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ নয়। মেডিক্যাল রিপোর্ট বলছে, অন্তঃসত্ত্বার বয়স কম হওয়ায় গর্ভস্থ সন্তানের ওজন কম এবং অন্য কিছু সমস্যা রয়েছে।

তদন্তে যাদবপুরের রিপোর্টে তীব্র অসন্তোষ দেখাল ইউজিসি-র

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ছাত্রমৃত্যুর তদন্তে যাদবপুরের রিপোর্টে তীব্র অসন্তোষ দেখাল ইউজিসি-র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ১২ দফা প্রশ্ন-সহ কড়া ইমেল পাঠিয়েছে তারা। ইউজিসি-র বিধি না মানা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি নেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ১৫ তারিখ যাদবপুরে গিয়ে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু জানিয়েছিলেন, যাদবপুরের প্রাথমিক রিপোর্টে সন্তুষ্ট ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধিদলের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা থাকলেও, তারা আসছেন না জানিয়ে রিপোর্টে সন্তুষ্ট হওয়ার কথাই জানিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষামহলের আশঙ্কা, উত্তর যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণে কাটছাঁট করতে পারে ইউজিসি। সাময়িকভাবে তা বন্ধ করে দেওয়াও হতে পারে।যদিও জানা যাচ্ছে, "মৃত্যুর আগে পড়ুয়াকে কী পদ্ধতিতে হস্টেলের রুম বরাদ্দ করা হয়েছিল? অ্যান্টি র‍্যাগিংয়ের নম্বর, থানার নম্বর পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছিল? নতুন পড়ুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল? হস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন?" এই ধরনের ১২ দফায় প্রশ্নের জবাব চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ইমেল করেছে ইউজিসি।

হাইলাকান্দিতে আরও নয়টি আধার কেন্দ্র

হাইলাকান্দি (অসম) ১৭ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় আধার কার্ড ইস্যুর গতি আনতে আরো নয়টি আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার চালু করা হয়েছে। এগুলি হল মোহনপুরের বার্নিব্রিজ জিপি অফিস, পাঁচগ্রাম টাউন এইচএস স্কুল, হাইলাকান্দি বিডিও অফিস, শিরিষপুর জিপি অফিস,ধলছড়া বিলাইপুর জিপি অফিস, মনাছড়ায় অবস্থিত লালা বিডিও অফিস, আর্জানপুর এম ভি স্কুল মনিপুর অবস্থিত দক্ষিণ হাইলাকান্দি ভিডিও অফিস এবং ধলাই বাগান জিপি অফিস।

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি স্কিমে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ঋণের দরখাস্ত আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম) ১৭ আগস্ট (হি.স.) : আসাম স্টেট আরবান লাইভলিহুড মিশন সোসাইটির হাইলাকান্দি শাখা থেকে হাইলাকান্দি পুরসভায় বসবাসকারী ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি স্কিমে দশ হাজার টাকা করে ঋণ দিতে আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট হাইলাকান্দি পুরসভায় শিবির স্থাপন করা হবে। হাইলাকান্দি পুরসভার তৃতীয় তলায় অবস্থিত মিশনের সিটি লাইভলিহুড সেন্টারে এই শিবির বসবে। এতে ঋণ নিতে ইচ্ছুক হাইলাকান্দি শহরের ফুটপাথ ব্যবসায়ীদেরকে উপস্থিত থাকতে আবেদন জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য এতে ইতিমধ্যে ঋণের জন্য যারা আবেদন জমা দেননি তাদেরকেও শিবিরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীকে গ্রেফতার করল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সোনা চোরাচালান মামলায় মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী মহম্মদ আলিকে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। এনআই-এর মতে, রাজস্থানের বাসিন্দা আলী, জয়পুর বিমানবন্দরে প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের ১৮.৫৬ কেজির সোনার বার উদ্ধারের সাথে জড়িত ছিলেন।১৭ মার্চ, ২০২১-এ, বিশেষ এনআইএ আদালত তাকে অপরাধী ঘোষণা করে, তার বিরুদ্ধে একটি অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছিল। মোহাম্মদ আলী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পলাতক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ এবং রেড কর্নার নোটিশও জারি করা হয়েছিল।

পেশ

● প্রথম পাতার পর

নেতৃবৃন্দ, ডিস্ট্রিক্ট সম্পাদক, এবং ব্লক মন্ডলের সভাপতি গন উপস্থিত ছিলেন। এক কথায় রাজ্য দুটি উপনির্বাচনের তারকা নেতৃবৃন্দের আগমনে, মহকুমা রিটার্নিং অফিসার জয়ন্ত দাস এবং ভাস্কর ভট্টাচার্যের নিকট। কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল জন ঢল। নেতাকর্মীরা ব্রাহ্মণ সরকারের তুলে ধরে কাছে জোরালোভাবে আবেদন করেছেন উপনির্বাচনে বিন্দু দেবনাথ এবং তোফাজ্জল হোসেনকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর আসছে দিন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দিন।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

খবর দেয়। পুলিশ রাস্তার পাশে জঙ্গল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতদেহটি খোয়াই ১২ বিল ঋষিপাড়া এলাকার জনৈক সজল দে(৫০)--র বলে পুলিশ জানতে পারে। মৃতদেহে কোন ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই বলে পুলিশ জানায়। জানা গেছে লোকটি শ্রমিকের কাজ করতো। মৃতদেহটি খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে এনে রাখা হয়েছে। পরিবারের লোকজনদের কাছে খবর পাঠিয়েছে পুলিশ।পরিবারের লোকজন আসার পর ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

াঙ্গন

জাবেদিয়ার গোলে বীরেন্দ্রকে হারিয়ে শিল্ডের ফাইনালে এগিয়ে চল সংঘ

এগিয়ে চলো সঙ্ঘ-১	বীরেন্দ্র-০
(জাবেদিয়া)	

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। কষ্টসাধ্য জয় পেয়ে ফাইনালে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। স্থানীয় ফুটবলারদের ইনয়ে গড়া বীরেন্দ্রকে হারাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে সুজিত হালদারের ছেলেদের। নির্ধারিত সময়ে গোলশূণ্য থাকার পর আতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে এগিয়ে চলোর পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামা জাবেদিয়া ডার্লং। শিল্ডের প্রথম সেমিফাইনালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে গড়া বীরেন্দ্র কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় এগিয়ে চলো সঙ্ঘকে। এগিয়ে চলোর রক্ষণভাগকে তছনছ করে ও প্রথমার্ধে গোল করতে পারেননি বীরেন্দ্র-র মনিষ-রা। প্রথমার্ধ গোলশূণ্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রাজীব সাধন জমাতিয়াকে পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামান এগিয়ে চলো কোচ। রাজীব মাঠে নামতেই আক্রমণের গতি বেড়ে যায় এগিয়ে চলো সঙ্ঘের। কয়েকটি সুযোগ তৈরী হলেও তা জালে ঠেলতে ব্যর্থ হয়েছেন এগিয়ে চলোর পেম্বা রাই-রা। মুহ মুহ আক্রমণ করলেও গোল খরায় ভুগতে থাকেন দুদলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। ফলে নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হয় গোল শূণ্য অবস্থায়। শুরু হয় অতিরিক্ত সময়ের খেলা। অতিরিক্ত সময়ে প্রথমার্ধের ৭ মিনিটে এগিয়ে চলোর রক্ষণভাগের ফুটবলার আসিফ আলি মোল্লার বাড়ানো বল থেকে একমাত্র গোলটি করেন জাবেদিয়া ডার্লং। ওই জয়ের ফলে ফাইনালে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। টানা তৃতীয়বার। ম্যাচটি পরিচালনা করেন প্রেম নার্জারি। জয় পেলেও দলের খেলায় তেমন সন্তুষ্ট নন এগিয়ে চলোর কোচ সুজিত হালদার। তবে তিনি বিশ্বাস করেন ওই জয় দলীয় ফুটবলারদের মনোবল বাড়াবে। যা ফাইনালে আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে। হারলেও দলীয় ফুটবলারেদর লড়াইয়ে খুশি বীরেন্দ্র কোচ সুবোধ দেববর্মা। বলেন, 'সীমিত শক্তি নিয়ে ছেলেকরা দুর্দান্ত লড়াই করেছে।'

E-Mail: sdfo Bagafa15@ gmail.Com

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range on 06.08.2022 vide his No. 21/FPU-Bagafa/2022-2023/dated 24.06.2022 and Forwarded by RO Bagafa Range that Sri Sujit Das, Fr of Bagafa Range intercepted 1(one) nos Chain saw, Machine on 24.06.2022 at 11:20 AM, at Kalibazar under Santirbazar Beat area without any valid document.

AND WHERES, Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range seized the said Chain saw, Machine and brought in to the safe custody of Bagafa Range

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification NO. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the SUB- Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act,(Tripura 2nd Amendment) Act,1986, it is contemplated to confiscate the said Chain saw, for its use in commission of Forest Offence U/S 26/1(a) &(e) of Indian Forest Act.1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a Claimant Notice was issued from this office vide NO.F.9 2/OR/Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5391-398 dated 29.07.2022.

Now THEREFORE, it is brought to the notice of the legal owner of the Chain saw, to prefer his/ her claim over the said Chain saw, Machine in writing to the Authorized Officer (Sub- Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub- Division), within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/ her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in Original in support to his / her Claim. Till such time said Chain saw, will remajn under the safe custody of Bagafa Range if the authorized owner of said Chain saw, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex- parte.

ICA/D-795/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO; e-PT-03/EE/RD/DMN/DIV/2023-24 Dt.16/08/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 06/09/2023 for 01 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9862984064 (M)/ e-mail- eerddmndiv@gmail com : Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1896/23

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-30/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.14.08.2023,

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 28/08/2023 for 03(Three) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1895/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/17/2023-24 Dated: -14/ 08 /2023

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/26/2023-24	₹ 3,48,959.00	₹ 6,979.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 02/09/2023	At 15.30 Hrs. on 02/09/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/27/2023-24	₹ 3,39,986.00	₹ 6,800.00					

For and on behalf of the Governor of Tripura

(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

ICA/C-1892/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE/AGRI/N/2023-24

Sl No	e-DNIT No	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)
1	39/SE/AGRI/EE(N)/2023-24 (2nd Call)	57,98,140/-	1,15,963/-
2	12/EE/AGRI/N/2023-24	9,27,686/-	18,554/-

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15.00 Hrs on **30/08/2023** and time and date of opening of bid at 15.30 Hrs on **30/08/2023** (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura

Er. Dhananjoy Jamatia
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-1888/23

উদয়পুরে প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। বাড়ানো হলো এন্টি নেওয়ার সময়সীমা। দ্বিতীয় প্রাইজমানি উন্মুক্ত মাসিক দাবা প্রতিযোগিতার। ১৯ আগস্ট হবে আসর। খেলা হবে গিরীধারী পল্লির ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে। মহকুমা দাবা সংস্থার উদ্যোগে। সহযোগিতায় মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। ওই দিন সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ৫ রাউন্ডের আসর হবে। তাতে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৩০০ টাকা এন্টি ফি সহ ১৮ আগস্ট বিকেল ৫ টার মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। নাম জমা দিতে হবে মনোরাজ সরকার (৮২৫৯৮০৪৮৩২) বা কিরীটী দত্ত-র (৭০০৫২৯১৯৭৬) কাছে। আসরের প্রথম ৫ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ-৭,৯,১১ ও ১৩ বিভাগের প্রথম ৩ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া আসরে অংশ নেওয়া প্রত্যেক দাবাড়ুকে মহকুমা সংস্থার পক্ষ থেকে মধ্যান্নভোজ করানও হবে। মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি জয়পদ সাহা জানান,'মহকুমার দাবাড়ুদের উন্নতির কথা মাথায় রেখেই ওই আসরের উদ্যোগ। বিশ্বাস করি, এতে লাভবান হবে মহকুমার দাবাড়ুরা। এবার থেকে আসর উন্মুক্ত করা হয়েছে'। মহকুমার বাইরের দাবাড়ু-রাও আসরে অংশ নিতে পারবে।

দিল্লিতে জাতীয় জুনিয়র জুডো চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজ্য দল ঘোষিত। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লির কে.ডি যাদব স্টেডিয়ামে ইনডোর হলে জুনিয়র জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ বালক-বালিকা উভয় বিভাগে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। সে অনুযায়ী অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটির আহবানে উপযুক্ত জুডোকারা আজ, বৃহস্পতিবার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুডো হলে সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত হলে তাদের থেকে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল বাছাই করা হয়েছে। বালক বিভাগে রিক্সন দেববর্মা, উত্তম সরকার, সম্রাট মল্ল, তমাল ত্রিপুরা, গকুল শর্মা, জোসেফ লাল নুন ফেলা ডারলং; বালিকা বিভাগে রেহানা ত্রিপুরা, সুহেতা দাস, নমিতা কলৈই, দেবরি ডার্লং, হেমা দেবী চাকমা, দীপা নমঃশূদ্র, সুমি মগ নির্বাচিত হয়েছে। সিলেকশন ট্রাইলে অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দর দেব, স্বপন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে রাজ্য দল দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে বলে অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশন এডহক সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান প্রণব মজুমদার এবং কনভেনার দেবাশীষ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

GOVERNMENT OF TRIPURA
Directorate of Youth Affairs & Sports
Shiksha Bhavan, Office Lane, 4th floor
Agartala, West Tripura

No.F.6 (2-3)/DYAS/Trg/2017/ 7474-75   Dated:-17/08/2023

ADMISSION NOTIFICATION

During the years 2023-2025, 2nd phase admission test for the private candidates **(those who are already applied)** of Tripura State will be held on 26th & 27th August, 2023 for admission into the 2(two) years B.P.Ed Training Course at RCPE, Panisagar, North Tripura, subject to fulfilling of the following criteria.

All kinds of communication shall have to be made to the Principal In-charge RCPE, Panisagar, North Tripura, Phone No.9435048519, 9859927872.

A Candidate will be allowed for admission to B.P.Ed course provided he/she fulfils the conditions as per NCTE guidelines given below:-

Sl No.	Qualification required	Additional Sports Achievement	Ranking
1.	Any Degree with 50%	Inter College /Inter Zonal/ Inter District/Inter School	Participation
2	Degree in Physical Education with 45%	No Need	No Need
3	Degree with 45% & Phy. Ed. as a subject	No Need	No Need
4	Degree with 45%	National/ University/State	Participation
5	Degree with 45%	Inter College /Inter Zonal/ Inter District/Inter School	Rank 1,2,3
6	Only Degree	International	Participation
7	Only Degree	National/ Inter University	Rank 1,2,3
8	Degree with 45%	No Need	3 yrs job as PI

Note:- All the Games and Sports certificate should recognized by respective federation/ AIU /IOA /SGFI /Govt. of India.

Age must be within 30 years and not below 19 years on the date of Admission and age is relax able up to 35 years for an outstanding sports performers. Candidates other then Tripura University have to produce Migration Certificate at the time of admission and Candidates must have to be sound in character, sociable nature & must possess promising qualities of leadership. A testimonial to this effect from the Head of the Institution last attended should have to be submitted at the time of admission. Original copies of all documents related to admission need to be produce at the time of reporting to the RCPE, Panisagar. Candidated must have to produce a Certifiucate of medical fitness from a registered medical peactitioner. Permanent Resident Certificate should be necessary at the time of admission.

All the candidates **(those who are already applied)** directed to report the college on 26th August, 2023 at 10AM with all original documents.

Director
Youth affairs & Sports
Govt. of Tripura.

ICA/D-798/23

পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্য আসরের জন্য পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়েছে। অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগে প্রীতম দেবনাথ, জোসেফ দেববর্মা, সৌমেন পাল, আব্দুল খান, বালিকা বিভাগে জয়শ্রী সাহা, নুরজাহান বেগম, মহিমা সাহা, দেবযানি দত্ত, রিমসা মিত্র, কাঞ্চলিকা সূত্রধর, অনামিকা রায়। অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে আকাশ বর্মন, রত্নদ্বীপ ভৌমিক, রাহুল সাহা, সৌরভ হোসেন, প্রীতম দে, বিপ্রজিত দাস, যতন সূত্রধর, সৈকত ঘোষ, তনয় ভৌমিক, বালিকা বিভাগে অনামিকা দেবনাথ, প্রত্যাশা সরকার, নমিতা শীল, সুপ্রিয়া নমঃ বাছাইকৃত হয়েছে।

আজ সকাল দশটায় পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের আয়োজনে এ.ডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে তিনটি আইডেন্টিফাইড গেমসের আয়োজনের অঙ্গস্বরূপ অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭, অনূর্ধ ১৯ বালক বালিকা উভয় বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগম দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর অলক রায়, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, উপ অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় ও নিখিল সাহা প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছেন এডি নগর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি সীমা সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে সহ -অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সিনিয়র পেনচাক সিলাটে লড়াই করেও শূন্য হাতে ফিরলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। পদক পেলো না ত্রিপুরা। তবে লড়াই করলো দুর্দান্ত ভাবে। মহারাষ্ট্রের নাসিকে অনুষ্ঠিত ১১ তম জাতীয় সিনিয়র পেনচাক সিলাট মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায়। ওই রাজ্যের মিনথাই থাকরে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১২-১৫ আগস্ট হয় আসর। তাতে ৪ সদস্যের ত্রিপুরা দল অংশ নেন। মহিলা বিভাগে পশ্চিম জেলার রাজশ্রী দত্ত দুর্দান্ত শুরু করে প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে রাজশ্রীর হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় লড়াই করতে পারেননি। এছাড়া ধলাই জেলার হানতেলা কৈশল্য ত্রিপুরা পায়ে মারাত্তক চোট পেয়ে আসর থেকে ছিটকে যায়। এছাড়া লড়াই করেন সোনি দত্ত এবং মিঠুন দে। পদক জয় করতে না পারলেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ উত্তম আচার্য। তিনি বলেন, 'দুর্দান্ত লড়াই করেছে ছেলেরা। এবারের আসর থেকে অভিজ্ঞতা বাড়বে। যা আগামীদিনে আরও ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে'।

ক্রিকেটার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিকের প্রয়াণে মাস্টার ক্রিকেটার্স শোকাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজ্যের একসময়ের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক প্রয়াত। গতকাল ১৫ আগস্ট তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। প্রয়াণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১। তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স গভীর শোক প্রকাশ করছে।

সাতের দশকে রাজ্যের কৃতি ক্রিকেটারদের ভিড়ে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে দেরি হয় নি।মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের হয়ে সমস্ত রাজ্যকে চমকে দিয়ে শুরু।

ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেটে নিজের পরিচয় তুলে ধরে ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটার কিংবদন্তি পঙ্কজ রায়ের প্রশংসা পেয়েছিলেন।রাজ্যের ব্লাড মাউথের হয়ে দাপটের সাথে রাজ্য ক্রিকেটে টাইগারের মত দাপিয়ে বেরিয়েছেন।

রাজ্য ক্রিকেটে এই টাইগারের তেমন কোনও চাহিদা ছিলনা। নীরবে নিভৃতে অনেক ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রিয় টাইগার সব কিছু ছেড়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সদের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক হাবুল ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এ.ডি নগর স্কুল মাঠে আজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকালই অনুষ্ঠিত হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে প্রতিযোগিতা। আগামীকাল সকাল দশটায় পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের আয়োজনে এ.ডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে তিনটি আইডেন্টিফাইড গেমসের আয়োজনের অঙ্গস্বরূপ অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭, অনূর্ধ ১৯ বালক বালিকা উভয় বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি মদন বনিক এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামীকাল এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন আগরতলা পুর নিগম দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর অলক রায়, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, উপ অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় ও নিখিল সাহা প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি সীমা সরকার। অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য সহ -অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ক্রীড়া দপ্তরে কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে শারীর শিক্ষক-শিক্ষিকা, করনিক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। দীর্ঘ বছর পর প্রচুর সংখ্যক জুনিয়র পি.আই, পি আই-এ প্রমোশন পেয়েছেন। একইভাবে বেশ কয়েকজন পি.আই সিনিয়র পিআই-এ পদোন্নতি পেয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আজ, বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করে উনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, কথা প্রসঙ্গে পি.আই-দের থেকে কার্যত রাজ্য ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে খেলোয়ারদের দিকে অকৃত্রিম দৃষ্টি দিতে আদেশ করেছেন।

স্পোর্টস ক্যারাটে আয়োজিত ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ব্যাপক সাড়া। ক্যারাটে ম্যারাথন দৌড়। মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবসের দিনে হয় ওই ম্যারাথন দৌড়ের আসর। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার উদ্যোগে। আশ্রম চৌমুহনী থেকে মটর স্ট্যান্ড হয়ে ৪ কি মি ওই দৌড় শেষ হবে শুরুর স্থানে। তাতে অংশ নেয় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ২৭৫ জন। সকাল সাড়ে ৬ টায় শুরু হবে ম্যারাথন। অংশ নেওয়া প্রত্যেক অ্যাথলেটকে দৌড়ের শেষে দেওয়া হয় প্রসংশাপত্র। জানালেন রাজ্য সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণ সূত্রধর।

সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরিজন উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

সরকারী হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অপপ্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ আগস্ট।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি অসাধু চক্র। যেখানে এলাকার বিধায়ক প্রতিনিয়ত হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের পরিষেবা নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। হাসপাতালের উন্নয়ন নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন সেই জায়গায় একদল অসাধু চক্র হাসপাতালের বদনাম করার চেষ্টা করছে। আর অন্যদিকে সামান্য বিষয়কে অলঙ্কার লাগিয়ে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই হাসপাতালকে বদনাম করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঐ দুষ্টচক্র। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সংস্কারের কাজ চলছে। বিশালগড় হাসপাতালকে নতুন রুপ দেওয়ার জন্যই চলছে এই কাজ। আর সেই কারনে হাসপাতালের বিভিন্ন ঘরগুলিতে নতুন করে রঙের কাজ চলছে। বুধবার বিশালগড় মহকুমায় কর্তব্যরত সাফাই কর্মীদের বিশ্রাম করার ঘরেও রঙ করার কাজ চলছিল। আর সেই কারনে সাফাই কর্মীদের এই ঘরটি ছেড়ে দিয়ে তাদের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য বরাদ্ধকৃত আরেকটি ঘরে যাবার কথা বলা হয়। সাফাই কর্মীদের বিশ্রামের জন্য হাসপাতালে যথেষ্ঠ স্থানও রয়েছে বলে জানিয়েছেন সাফাই কর্মীরা নিজে। কিন্তু এই বিষয়টিকে মশলা লাগিয়ে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এক কুচক্র ভুল প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেন সাফাই কর্মীরাই। জানান একটি অসাধু চক্র প্রতিনিয়তই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালকে বদনাম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও জেলা শাসক কর্তৃক বিশালগড় মহকুমা আধিকারিকের অফিসকক্ষ থেকে এসি খুলে নেওয়ার ভুল

বলা হয়েছে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক সাফাই কর্মীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। সাফাই কর্মীরা এই বিষয়টিকে সম্পুর্ন মিথ্যা, নিন্দনীয় এবং মনগড়া বলে জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন এই বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি বিষয়টি নিয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান ঐদিন তাঁর অফিস থেকে এসি খোলা হয়নি। সেটি হাসপাতালের অন্য একটি কক্ষ থেকে খোলা হয়েছে। কিন্তু ঐ অসাধু চক্র কর্তৃক ঐ বিষয়টি নিয়েও ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। সরকারী হাসপাতালে সাধারণ মানুষের পরিষেবা সহ ঐ হাসপাতালে কর্মরত কর্মীদের প্রতি কোন প্রকার গাফিলতি বা অন্যায় আমরা বরদাস্ত করব না। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যেকোন দুর্নীতি আমরা প্রকাশ্যে আনতে বদ্ধ পরিকর। তাই বলে মিথ্যা এবং অর্ধসত্যের আশ্রয় নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের বদনাম করাও অন্যায়। আর আমাদের কাজ যেকোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কিছু দিন পূর্বেও রোগীদের খাবার নিয়ে অভিযোগ উঠার সাথে সাথেই এলাকার বিধায়ক হাসপাতালে রোগীদের জন্য তৈরি করা খাবারের কক্ষে গিয়ে খাবারের গুনগতমান যাচাই করে আসেন। রোগীদের সাথে নিজে হাসপাতালের খাবার নিয়ে কথা বলেন। হাসপাতালে প্রতি মাসের শেষ মঙ্গলবারে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে রক্তের যোগান অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।সেই জায়গায় এমন ঘৃন্য চক্রের অপপ্রচার মেনে নেবে না এলাকা বাসী।

নির্যাতনের বিচার সালিশি সভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ আগস্ট।। গ্রাম্য সালিশি সভায় বিচারের পরেও নিজেকে সংশোধন করতে পারেনি চন্দন ত্রিপুরা। এই চন্দন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা দায়ের করলো চন্দনের স্ত্রী অনিতা ত্রিপুরা।বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ তিন কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়ে বিলোনিয়াতে আসে অনিতা ত্রিপুরা। এরপর নির্যাতনের ঘটনা বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে স্বামী চন্দনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করে বিলোনিয়া মহিলা থানায়। ঋষ্যমুখ ব্লকের রজনী সদ্দার পাড়াতে অনিতা ত্রিপুরার শ্বশুর বাড়ি। বিয়ের কয়েক মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় স্বামীর অত্যাচার। অনিতা ত্রিপুরার অভিযোগ, স্বামী চন্দন ত্রিপুরা নাকি প্রতিদিন মদ মত্ত অবস্থায় এসে নির্যাতন চালায় ঠিক মত ভরন পোষনও দেয় না তাই বাধ্য হয়ে অন্যের বাসায় কাজ করতে হয় অনিতাকে, এরপরেও চলে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, এমনকি কন্যা সন্তাদেরও মারধর করে বলে অভিযোগ এই বিষয় নিয়ে গ্রাম্য সালিশি সভা হয় এরপরেও সংশোধন করতে পারেনি চন্দন। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে অনিতা ত্রিপুরা দ্বারস্থ হলো মহিলা থানাতে।

ফের বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন

মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন ১১৫৩ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মথার ঘাটিতে শম্ভুর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। আনারসের স্বাদ বর্জন করে ১১৫৩ জন ভোটার পদ্ম শিবিরে। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রে। বিস্তারিত খবরে জানা যায় লংতরাইভ্যালীর ছৈলেংটা বাজার মাঠে ছামনু বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। জানা যায় উক্ত যোগদান সভায় ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের মথা প্রভাবিত বিশেষ করে মালিধর, মানিকপুর, বঙ্গাপা থেকে ৪৬৫ পরিবারের মোট ১১৫৩ জন ভোটার তিপ্রামথা দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে সামিল হয়। যোগদাকারীদের মধ্যে তিপ্রামথার ওয়াইটিএফ এর মুখপাত্র সহ ব্লক লেভেলের একাধিক নেতা সামিল ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছামনু কেন্দ্রের বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা বলেন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড শুধুমাত্র জনজাতিদের ইমোশন নিয়ে খেলা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি প্রশ্ন তুলেন এডিসি এলাকায় ক্ষমতায় থেকেও জনজাতিদের স্বার্থে কি করেছে তিপ্রামথা। তারা শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছে। মোদি মানেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তাই জনজাতিদের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপির আমলেই সম্ভব। শম্ভুবাবু ছাড়াও দলীয় পতাকা দিয়ে দলত্যাগীদের বরন করেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং ও বিজেপি ছামনু মন্ডল সভাপতি মোহনলাল চাকমা প্রমুখ।

শান্তিরবাজার শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো পুর পরিষদ ও পূর্ত দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ আগস্ট।। শান্তির বাজার পৌর এলাকার সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাতায়তের রাস্তায় জলনিষ্কাষনের ব্যাবস্থা নাথাকায় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তাটি জলমগ্নহয়ে পরতো। এতেকরে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা যাতায়তের সমস্যার সন্মুখিন হতেহতো। অপরদিকে বিদ্যালয়ে যাতায়তের রাস্তাটি ভগ্ন দশায় পরিনত হয়েপরছে। এইসমস্যাগুলি পৌর পরিষদের নজরে আসার পর সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসলো শান্তির বাজার পৌর পরিষদ ও পূর্ত দপ্তর। বিদ্যালয়ে যাতায়তের রাস্তাটি নতুনকরে পেভার ব্লকের মাধ্যমে নির্মানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে পূর্তদপ্তর। অপরদিকে জলনিষ্কাষনের জন্য ড্রেইন নির্মানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে পৌর পরিষদ। বিগত দিনেও পূর্ত দপ্তর ও পৌর পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় শান্তির বাজার শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করাহয়েছে। এরইমধ্যে এই সমস্যা সমাধানে ও নতুন করে রাস্তা ও ড্রেইন নির্মানের জন্য বৃহস্পতি বার রাস্তাটি পরিদর্শন করলেন শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক এক্সিউটিভ তাপস মারাক, পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও প্রবীর বরন দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, পৌর পরিষদের ডেপুটি সিও প্রীতম সরকার সহ অন্যান্যরা। সকলের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ে যাতায়তের রাস্তা পরিদর্শন করেন ও আগামীদিনে রাস্তা ও ড্রেইন নির্মানের পরিকল্পনা হাতে নেওয়াহয়। তার পাশাপাশি পূর্ত দপ্তরের উদ্দোগে নির্মিত শান্তির বাজার পৌর পরিষদের নবনির্মিত ভবনের কাজ পরিদর্শন করেন সকলে। আগামী ১ মাসের মধ্যে এই নবনির্মিত ভবনগুলির শুভ উদ্ভোধন করার পরিকল্পনা হাতেনেওয়াহয়েছে। পূর্ত দপ্তরের এক্সিউটিভ, এস ডি ও ও পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের যৌথ প্রচেষ্টায় শান্তির বাজার শহরকে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি লোকজনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াহচ্ছে। এতেকরে পূর্ত দপ্তরের কাজে ও পৌর পরিষদের কাজে খোবই খুশি শান্তির বাজারের এলাকাবাসী।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে, অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়কের

নজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ আগস্ট।। স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে পানীয় জল বিদ্যুৎ রেগা সেচ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থমকে আছে এরকমই অভিযোগ রাজনগর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাসের। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাজনগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট নয় দফা দাবী কে সামনে রেখে এদিনের ডেপুটেশন। নয় দফা দাবি গুলি হল সামাজিক ভাতা প্রাপকরা বিগত চার মাস ধরে ভাতা পাচ্ছেনা তাদের ভাতা পাওয়ায় ব্যাবসা করতে হবে,নতুন করে ভাতা পাওয়ার উপযুক্তদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা, কন্যা সন্তান ভাতা প্রক্রিয়া প্রায় বন্দ্ব তা চালু করতে হবে।ষ ,ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিচ্ছে, তা থেকে নিস্তার পেতে লক্ষীপুর,একিনপুর নির্মীয়মান বিদ্যুৎ সাবষ্টেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, যে সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ব পানীয় জলের সমস্যা সে সমস্ত এলাকায় পানীয়জলের ব্যাবসা করতে হবে, ব্লক এলাকার সমস্ত সেচ প্রকল্প গুলি চালু রাখতে হবে, এই দাবি গুলি সহ আরো অন্যান্য দাবি নিয়ে নয় দফা দাবীর সনদ রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর নিকট প্রদান করা হয়, ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির সামনে নয় দফা দাবি সহ রাজনগর ব্লক এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, পাশাপাশি তিনি এও জানান ব্লক আধিকারিক দাবি গুলির মধ্যে যে সমস্ত বিষয় গুলি ওনার এক্তিয়ারের মধ্যে আছে সেগুলো তিনি দেখবেন বাকি বিষয় গুলো উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে আশ্বাস দেন। নয় দফা দাবীতে এইদিনের ডেপুটেশনের, প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, সিপিআইএম নেতৃত্ব গোপাল রিয়াং, গোপাল বিশ্বাস ও রাজনগর অঞ্চল সম্পাদক ভজন দাস।

উদয়পুরে ফের নিশিকুটুম্বের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ আগস্ট।। আবারো চুরির ঘটনা সংগঠিত হলো উদয়পুরে। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত এক নং ফুলকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষ দাসের বাড়িতে। সুভাষ দাসের একমাত্র ছেলে দেবব্রত দাস বি এস এফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্ম সূত্রে গুজরাতে কর্মরত।ছেলের বউ মানসী ভৌমিক বি এড পড়ার সুবাদে গঙ্গাছড়া বাবার বাড়িতে থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গতকাল রাতে দেবব্রত দাসের ভিটি পাকা টিনের ঘরের পেছনের দরজা ভেঙে চোরের দল ঘরে প্রবেশ করে যাবতীয় জিনিস লন্ড ভন্ড করে সুকেশ আলমারি থেকে নগদ টাকা সহ প্রায় দুই ভড়ি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয়।বৃদ্ধ দম্পতি সুভাষ দাস ও শেফালি দাস সকালে ঘুম থেকে উঠেই দরজা ভাঙ্গা দেখে সন্দেহ হয়। এলাকাবাসি এই খবর পুলিশে জানালে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ আধিকারিক প্রবীর চন্দ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। এই ঘটনায় ফুলকুমারি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।এখন দেখার বিষয় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ চোরের টিকির নাগাল পায় কিনা।

একইদিনে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালালো দেবদারু ফাঁড়ির পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্ব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নপ্রকারের অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের মধ্যে রয়েছে নেশা বিরোধী অভিযান। রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করেযাচ্ছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। ওসির নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার কোয়াইফাং বাজারে নেশাবিরোধী অভিযান চালানোহয়। এই অভিযানের মাধ্যমে কোয়াইফাং বাজার থেকে বেশকিছু জায়গাথেকে দেশী মদ উদ্ধার করে সেগুলি নষ্ট করাহয়। অপরদিকে যেসকল লোকজন ট্রাফিক আইন অমান্য করেছে তাদের প্রতি আইনি পদক্ষেপ নেওয়াহয়। ওসির নেতৃত্বে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে ,বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ দমনে সকলের সহযোগীতার জন্য প্রয়াস কর্মসূচী অনুষ্ঠীত করাহয়। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং চাইছে সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধহয়ে অপরাধমুক্ত সুন্দর পরিবেশ গড়েতুলতে। ওসির এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জানাযায় ওসির এইধরনের কর্মসূচী প্রতিনিয়ত জারীথাকবে।

সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন ত্রিপুরা হরিজন উন্নয়ন সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত হরিজন যুবক যুবতীদের সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরে অবিলম্বে চাকুরির ব্যবস্থা করা, যে সমস্ত হরিজন যুবক যুবতি ৫ বছরের অধিক বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরে কর্মরত রয়েছে তাদের নিয়মিত করা সহ মোট ৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা হরিজন উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে এস.সি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এইদিন সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল গুর্খাবস্তিস্থিত এসসি ওয়েলফেয়ার অফিসে গিয়ে দপ্তরের অধিকর্তার নিকট এই ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশন প্রদান শেষে ত্রিপুরা হরিজন উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সহসম্পাদক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ৭ দফা দাবি গুলি তুলে ধরে বলেন হরিজনের জন্য সরকারি আবাসন সম্পূর্ণ নির্মাণ হওয়ার পরেও আটটি হরিজন পরিবার এখনও সরকারি আবাসন পায়নি। তাদের অতিসত্বর সরকারি আবাসন প্রদান করার ব্যবস্থা করতে দাবি করা হয়েছে। ধর্মনগর, কৈলাশহর, পানিসাগর, কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া সহ আগরতলা বিভিন্ন হরিজন কলোনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় সড়ক নিয়ে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। কাঞ্চনপুর থেকে লালছড়া পযর্ন আঠারো কিলোমিটার রাস্তা নির্মানের নামে নজির বিহীন কেলেঙ্কারির চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। এনএইচ আইডিসিএলের প্যাকেজ টু কাঞ্চনপুর থেকে লালছড়া এই ডাবল লেন রাস্তার কাজ হচ্ছে। এই ডাবল লেনের রাস্তার কাজটির দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএলের ঠিকাদার হলো জেকেএম ইমফ্রা ওয়ার্ক এলএলপি নামে গৌহাটির একটি বেসরকারি কোম্পানি। রাস্তার কাজের পাশে কোথাও কোন সাইনবোর্ড নেই যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে কাজটির বরাদ্দ কত এবং কত কিলোমিটার রাস্তা হবে। জানা গেছে প্রায় তিনশ কোটি টাকা রাস্তাটির কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজের শুরুতেই অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে যে দেওয়াল হচ্ছে তাও অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর সিমেন্ট রড ব্যবহার করে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি যেভাবে বড় বড় বোল্ডার বসিয়ে আরসিসি ঢালাই হচ্ছে তা কিভাবে এনএসআইডিসিএলের বাস্তুকাররা মেনে নিচ্ছেন তা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রাস্তাটির স্থায়িত্বকাল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের জনগণের মনে। লাগাম ছাড়া কে লে ঙ্কা বি. তে এনএইচআইডিসিএলের জিএম বিদ্যাসাগর সিং এবং কাঞ্চনপুরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কুন্দন সিং সরাসরি এই রাস্তার দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের আধিকারিকদের নজরদারিতেই সীমাহীন কেলেঙ্কারি চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । এই কেলেঙ্কারি নিয়ে জি এম বিদ্যাসাগর সিংকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন গোটা বি ষ য়. টি । এনএইচআইডিসিএলের দায়িত্ব প্রাপ্ত কুন্দন সিং কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রথমে জানান একটু পরে ফোন করবেন কিন্তু পুনরায় ফোন করলে বিরক্ত হয়ে বলেন এই কোটি কোটি টাকার রাস্তার কাজ নিয়ে কোন ধরনের তথ্য না জানাতে উপরের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তিনি কিছুই জানাতে পারবেন না।

এদিকে দেখা যাচ্ছে চলতি বর্ষাতেই বৃষ্টির জলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মূল সড়কে বড় বড় ফাটল তৈরি হয়ে সম্পুর্ন সড়ক ভেঙে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক সড়কের চিত্র সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা নির্মিত সড়কগুলোর এমন বেহাল অবস্থা। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মাণের ছয় মাসের মধ্যেই সাধারণ বর্ষার জলে তলিয়ে যাচ্ছে সড়ক। অথচ হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সড়ক নির্মাণের জন্য সরকার। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় এমন দুর্নীতি চলছে থাকে তাহলে আগামীতে রাজ্যের নাগরিকের জন্য চরম দুর্ভোগে অপেক্ষা করছে বলে তথ্য বিজ্ঞমহল মনে করছেন।

বিলোনিয়ায় নেশাকারবারীদের রমরমা বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ আগস্ট।। বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে নেশা কারবারিদের রমরমা বাণিজ্য এখন তীব্র আঁকার ধারণ করছে। নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে যুব সমাজ। সব কিছু জানা সত্ত্বেও কোনো ভূমিকা নেই আরক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু সাধারণ প্রশাসনের। প্রায় সময়ই নেশা সেবন কারী ও নেশাকারবারিদের ধরে স্থানীয় এলাকাবাসীরা পুলিশের হাতে তুলে দিলেও থানা থেকে পার পেয়ে যাচ্ছেন। দেখা গেছে ধৃতকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার সময় নেশা সামগ্রী ব্রাউন সুগার ভর্তি কোট্টা থাকলেও থানাতে যাওয়ার পর সেই কৌটা হয়ে যায় আটা, ময়দা, এমনই অভিযোগ উঠছে , রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেই জায়গায় পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।প্রশ্ন হল যখনি কোনো অভিযান চালিয়ে এলাকার যুবকরা স্থানীয় এলাকাবাশিদের সহায়তায় নেশা সামগ্রী সমেত সমাজ দ্রোহীদের হাতে নাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, কিন্তু কথা হলো এত কিছুর পর ও কি করে এই সব সমাজদ্রোহীদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং কোন যুক্তিতে কোন আইনে ছেড়ে দেওয়া হয়এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে সর্বত্র, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত বলে সর্বত্র একটা গুঞ্জন তৈরী হয়েছে।সূত্রে প্রকাশ প্রায় ৩৭৮ টি নেশার কৌটা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে ধৃতের কাছ থেকে আজ সুকান্ত কলোনী নতুন নগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাক্তন সভাপতির মৃত্যুতে আগামী শনিবার উদয়পুর বাজার বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ আগস্ট।। উদয়পুর বিভাগের ব্যাবসায়ী সংঘের (মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশন)প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ চন্দ্র বণিক গত সোমবার বিকাল তিন ঘটিকায় বার্ধক্য জনিত কারনে আগরতলাস্থিত আই এল এস হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্য কালে উনার বয়স হয়েছিল ছিয়ান্নবই বছর। তিনি দীর্ঘ দিন মনসা হার্ডওয়ার দোকানের কর্ণধার হিসেবে উদয়পুরে সুনামের সহিত ব্যবসা করে গেছেন। উনি দীর্ঘ বছর উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন এই যসভাপতির মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে উদয়পুর ব্যবসায়ী সংঘের এক প্রতিনিধি দল প্রয়াত প্রাক্তন সভাপতির বাড়িতে গিয়ে প্রয়াতের নিথর দেহে পুষ্প মাল্য অর্পণ করে তাহার আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের (মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশন)প্রতিনিধি দলে ছিলেন বর্তমান সভাপতি বিধান চন্দ্র সাহা,সম্পাদক চন্দন দে, কোষাধ্যক্ষ পীযূষ কান্তি দত্ত, কার্যকরী কমিটির সদস্য-বরুণ সাহা, অরুণ বনিক,শিশির সাহা, দিলীপ ভৌমিক, রাজা সাহা,দি অল ত্রিপুরা বুক সেলারসএন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক অপুরাম সরকার সহ সমস্ত ইউনিটের সভাপতি , সম্পাদক সহ অগনিত ব্যবসায়ী বৃন্দ। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিও ছিলো লক্ষণীয়। মৃত্যু কালে উনি পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলে ,নাতি নাতনি সহ অগণিত আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। উনার মৃত্যুর সাংবাদ পেয়ে ব্যবসায়ী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।উদয়পুর ব্যাবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ চন্দ্র বণিক মহাশয় মৃত্যু তে আগামী ঊনিশে আগস্ট শনিবার চব্বিশ ঘণ্টা উদয়পুর ব্যাবসায়ী সমিতির সকল ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে বলে উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের(মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশন) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ চন্দ্র বণিক আজ বিকাল তিন ঘটিকায় বার্ধক্য জনিত কারনে আগরতলাস্থিত আই এল এস হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্য কালে উনার বয়স হয়েছিল ছিয়ান্নবই। তিনি দীর্ঘ দিন মনসা হার্ডওয়ার দোকানের কর্ণধার হিসেবে উদয়পুরে সুনামের সহিত ব্যবসা করে গেছেন। উনি দীর্ঘ বছর উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তন এই সভাপতির মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে উদয়পুর ব্যবসায়ী সংঘের এক প্রতিনিধি দল প্রয়াত প্রাক্তন সভাপতির বাড়িতে গিয়ে প্রয়াতের নিথর দেহে পুষ্প মাল্য অর্পণ করে তাহার আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের (মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশন)প্রতিনিধি দলে ছিলেন বর্তমান সভাপতি বিধান চন্দ্র সাহা,সম্পাদক চন্দন দে, কোষাধ্যক্ষ পীযূষ কান্তি দত্ত, কার্যকরী কমিটির সদস্য-বরুণ সাহা, অরুণ বনিক,শিশির সাহা, দিলীপ ভৌমিক, রাজা সাহা,দি অল ত্রিপুরা বুক সেলারসএন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক অপুরাম সরকার সহ সমস্ত ইউনিটের সভাপতি , সম্পাদক সহ অগনিত ব্যবসায়ী বৃন্দ। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিও ছিলো লক্ষণীয়। মৃত্যু কালে উনি পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলে , নাতি নাতনি সহ অগণিত আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। উনার মৃত্যুর সাংবাদ পেয়ে ব্যবসায়ী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।উদয়পুর ব্যাবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ চন্দ্র বণিক মহাশয় মৃত্যু তে আগামী ঊনিশে আগস্ট শনিবার চব্বিশ ঘণ্টা উদয়পুর ব্যাবসায়ী সমিতির অন্তর্গত সকল ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে বলে উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের(মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশন) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

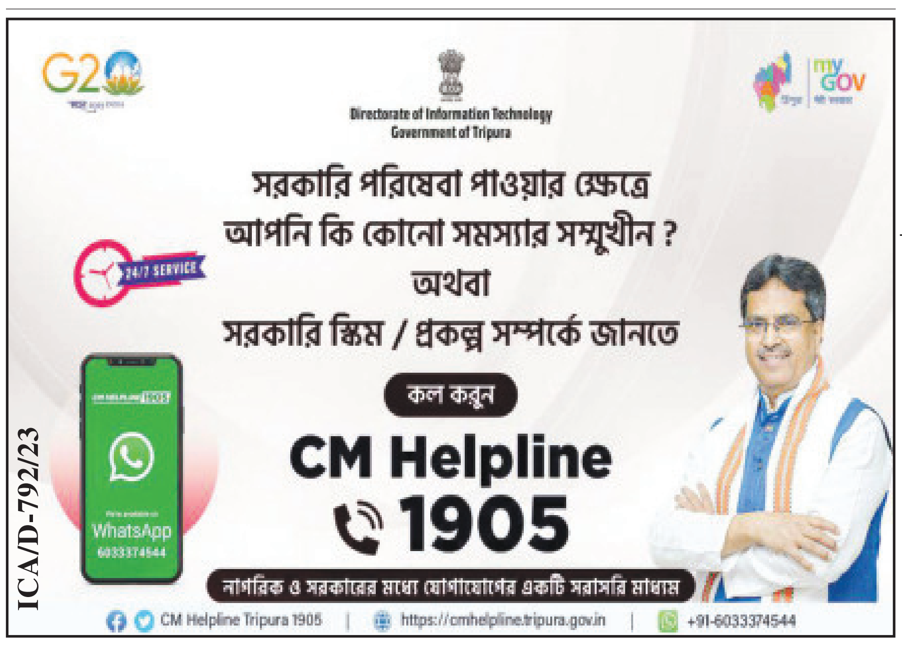

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।